জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

ফিডে মহিলাদের গ্র্যান্ড সুইস চেস চ্যাম্পিয়ন বৈশালী রমেশবাবুকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, এটা একটা অনন্য কীর্তি। আমি বৈশালীর পরিবার, বন্ধুদের অভিনন্দন জানাচ্ছি

জোড়া ঘূর্ণাবর্ত

রাজ্য জুড়ে জারি দফায় দফায় বৃষ্টি। জোড়া ঘূর্ণাবর্তের কারণে বিক্ষিপ্তভাবে চলবে বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে মূলত হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে আজও অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

মেট্রো স্টেশনে অসুস্থ যাত্রী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুতে প্রশ্ন

দুধ-আইসক্রিম-পনির-সহ মাদার ডেয়ারির একাধিক সামগ্রী সস্তা

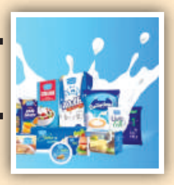

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১৫ • ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ৩১ ভাদ্র ১৪৩২ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 115 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 17 SEPTEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বুদ্ধি

বুদ্ধি খরচ করতে হয়
না করলে হয় বিনাশ
বুদ্ধিকে ঠিকমতো কাজে লাগালে
বুদ্ধি হয় উল্লাস।।

এসএসকেএম হাসপাতালে দ্বিতীয় উডবার্ন ওয়ার্ড উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

বেসরকারি হাসপাতালকে টেক্কা দেবে পিজির অনন্য

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোতে দেশের সেরা বাংলা। মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে দ্বিতীয় উডবার্ন ভবনের (অনন্য) উদ্বোধন করে ফের এ-কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, নতুন এই

স্বাস্থ্যে সেরা বাংলাই

ব্রিকস নেটওয়ার্কে পিজি, ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার কর্মীদের

উডবার্ন সবদিক থেকেই টেক্কা দেবে বেসরকারি হাসপাতালকে। কিন্তু ভাড়ার ক্ষেত্রে কোনও তারতম্য রাখা হয়নি। আমি যে-টাকা দেব পরিষেবা নিলে আপনিও সেই টাকাই দেবেন। তবে খরচ এখানে অনেকটাই কম। রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক নতুন যুগের সূচনা হল। স্বাস্থ্য দফতর সিঙ্গল কেবিনের ভাড়া ৭ হাজার টাকা ধার্য করেছিল, মুখ্যমন্ত্রী নিজে তা কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করেছেন। স্যুটের ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ৮ হাজার টাকা। আইটিইউর ভাড়া ১৫ হাজার টাকা এবং এইচডিইউর খরচ ১২ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। একই মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী আরও (এরপর ১০ পাতায়)

নার্সিং স্টাফদের সঙ্গে এসএসকেএম-এর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে হাসপাতাল-ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

একনজরে

- ১০২টি কেবিন • ৮ স্যুট
- ব্যয় ৬৬.৬৩ কোটি টাকা
- সিঙ্গল কেবিন ৫০০০ টাকা
- সিঙ্গল স্যুট ৮০০০ টাকা
- এইচডিইউ ১২০০০ টাকা
- আইটিইউ ১৫০০০ টাকা

ভিত্তিপ্রস্তর

- ২টি লাইন্যাক মেশিন, বরাদ্দ ৮২.৩১ কোটি
- সিটি সিমুলেটর মেশিন, বরাদ্দ ১০.৯৪ কোটি
- ব্র্যাকিথেরাপি মেশিন, বরাদ্দ ৬.২৩ কোটি

একনজরে

- স্বাস্থ্যভবনে অ্যানেক্স ১ ভবন, ব্যয় ১৬ কোটি টাকা
- ড্রাগ কন্ট্রোল অধিদফতরে নতুন ভবন, ব্যয় ৩২.৯২ কোটি টাকা
- ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, ব্যয় ২৫.৭১ কোটি টাকা
- লি রোডে সাততলা ছাত্রাবাস, ব্যয় ২৪.৪৯ কোটি টাকা
- রোবোটিক সার্জিক্যাল সিস্টেম, ব্যয় ৭.৫০ কোটি টাকা
- বাঙ্গুর নিউরো সায়েন্সেসের আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার সংস্কার, ব্যয় ৬.০৫ কোটি টাকা
- পিএমআর ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন, ব্যয় ৫.৩৮ কোটি টাকা
- ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি সিস্টেম, ব্যয় ৩.৫২ কোটি টাকা
- বার্ন ওয়ার্ড ও সংলগ্ন অপারেশন থিয়েটার সংস্কার, ব্যয় ১.৬৪ কোটি টাকা
- নিউ ওপিডি বিল্ডিং ও মেন ব্লকের সংযোগকারী দ্বিতীয় গ্যাংওয়ে, ব্যয় ১.০৭ কোটি টাকা
- পিএমআর বিভাগের জন্য আরটিএমএস সিস্টেম, ব্যয় ০.৯৯ কোটি টাকা
- চর্ম বিভাগের জন্য লেজার মেশিন, ১.০১ কোটি টাকা
- শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে অত্যাধুনিক বোন ব্যাঙ্ক, ব্যয় ০.৬৭৭ কোটি টাকা
- রেডিওলজি বিভাগে নতুন ১২৮ স্লাইস সিটি স্ক্যান স্থাপন, ব্যয় ৭.৬৪ কোটি টাকা
- পলিসমনোগ্রাফি মেশিন ও অন্যান্য অত্যাধুনিক মেশিন ০.৭০ কোটি টাকা
- কার্ডিওলজি বিভাগের নতুন ক্যাথ ল্যাব, ব্যয় ৯ কোটি টাকা
- সূর্যপুর খালের উপর দুই লেনের নতুন সেতু

যাদবপুর-ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি। মঙ্গলবার।

মহিলাদের আরও বেশি করে সামনে আনতে হবে

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার ফের জেলা সাংগঠনিক বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বসিরহাট-যাদবপুর-ডায়মন্ড হারবারের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক সারেন তিনি। পুজোর আগে শেষ বৈঠক। অন্যান্য দিনের মতোই এদিনও জেলা নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রচারেও জোর দিতে বলেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। আলোচনা হয় জেলার টাউন ব্লক সভাপতি পরিবর্তন ও পরিমার্জন নিয়েও। বিজেপির চক্রান্তের রাজনীতির বিরুদ্ধে আরও (এরপর ১০ পাতায়)

নোয়াকাণ্ডে মিথ্যাচার পুলিশের কড়া বিবৃতি

প্রতিবেদন : এক শ্রেণির মিডিয়ার মিথ্যা প্রচার ফাঁস করে দিল বর্ধমান পুলিশ। স্কুল সার্ভিস কমিশনের দ্বিতীয় দফার পরীক্ষার কালনার ঘটনা। বিবাহিতা চাকরিপ্রার্থী নোয়া খুলে পরীক্ষা দেবেন না বলে পরীক্ষা না দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন— এমনই খবর প্রচার করা হয়। বর্ধমান পুলিশ মঙ্গলবার মিথ্যাচার ফাঁস করে জানিয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে চেকিংয়ের দায়িত্বে ছিল বেসরকারি সংস্থা। যেহেতু নোয়াটি ধাতব, তাই সংস্থার এক (এরপর ১০ পাতায়)

তরুণী পর্যটককে পুরীতে গণধর্ষণ

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত ওড়িশায় ফের ধর্ষণ! নারী নিরাপত্তা আবারও প্রশ্নের মুখে। এবার পুরীতে ঘুরতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হলেন ১৯ বছরের তরুণী। সমুদ্রসৈকতের কাছে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন কলেজ ছাত্রী। সেই সময়ই স্থানীয় একদল যুবক মোবাইলে তাঁদের ছবি এবং ভিডিও তুলতে থাকেন। আপত্তি জানাতেই ঝামেলার সূত্রপাত। এরপরই ওই তরুণীকে সমুদ্রসৈকত থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি ঝাউবনের মধ্যে নিয়ে (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 September, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৬৭ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরবাড়ির অন্যতম গুণিজন। ভাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ শিল্পীজীবনে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। চিত্রে কালিতুলির কাজে এদেশে পথিকৃৎ। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে জলরঙের কাজও করেছেন। ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিমানে আরোহণ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্বগ্রহণ, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও স্যার আশুতোষকে নিয়ে তাঁর আঁকা কার্টুনগুলি এখন ইতিহাসের উপাদান। ১৯০৫-এর স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লেখা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিরূপ বজ্র', 'অদ্ভুতলোক', 'ভোঁদড় বাহাদুর' ইত্যাদি।

১৯৪৪ বিভু ভট্টাচার্য (১৯৪৪-২০১১) এদিন ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়াতে জন্ম নেন। বাংলা টেলিভিশন ও সিনেমার অভিনেতা ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তিনি পরিচিতি অর্জন করেন সন্দীপ রায়ের ফেলুদা সিনেমায় জটায়ুর ভূমিকায় অভিনয়ের সুবাদে।

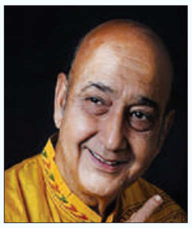

১৯০৮ এদিন বিশ্বে প্রথম বিমান দুর্ঘটনার শিকার হন লেফটেন্যান্ট টমাস ডব্লু সেলফ্রিজ। তিনি আমেরিকার সেনা অফিসার ছিলেন। অরভিল রাইটের তৈরি বিমান এদিন মাঝ-আকাশে মাটি থেকে ১৫০ ফুট উঁচুতে ভেঙে পড়ে। ১৯০৩-এ রাইট প্রথম বিমান তৈরি করেন। এরপর তিনি তাঁর ভাই উইলবারের সঙ্গে যৌথভাবে এই দুটি আসনবিশিষ্ট আকাশযানটি বানান। কিন্তু সেটির পরীক্ষামূলক উড়ানের সময় এই বিপর্যয় ঘটে।

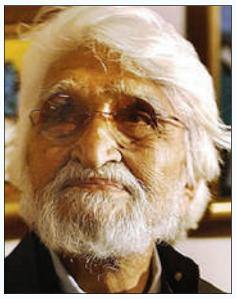

১৭৮৭ ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনের নেতা জর্জ ওয়াশিংটন এদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সংবিধান পেশ করেন। ১৩টির মধ্যে ১২টি রাজ্যের ৩৯ জন প্রতিনিধি সেই সংবিধানের প্রতি আস্থা জানিয়ে স্বাক্ষর করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য কীভাবে রক্ষিত হবে তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বাদানুবাদের পর এই সংবিধান গৃহীত হয়।

১৯৩৪ বিনয় মজুমদারের (১৯৩৪-২০০৬) জন্মদিবস। কবিতার জগতে স্বকীয়তা এবং গণিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য নিয়ে প্রথম থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে এগোচ্ছিলেন বিনয়। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সৃজন পর্ব ১৯৫৩-১৯৬৮। রহস্যময়তা, প্রতীকের সন্ধান, জোড় ও প্রাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা, এই ছিল তাঁর কবিতার মর্মবস্তু। উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এস চাকা', 'আঘ্রাণের অনুভূতিমালা' প্রভৃতি। পেয়েছেন আকাদেমি পুরস্কার, সুধীন দত্ত পুরস্কার, কৃত্তিবাস পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রভৃতি।

১৯১৫ ভারতীয় চিত্রকর মকবুল ফিদা হুসেন (১৯১৫-২০১১) এদিন মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরে জন্ম নেন। ১৯৫২ সালে মুম্বইয়ে প্রথম একক প্রদর্শনী। ওই বছরই প্রথম একক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী জুরিখে। ধ্রুপদী ভারতীয় ঘরানার সঙ্গে পিকাসোর কিউবিজমের মিশেল ঘটানো মকবুল তার পর ক্রমশ নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে থেকেছেন। ১৯৬৬ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৭-তে হুসেন তুললেন তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র, শাদা-কালোয় 'থ্রু দি আইজ অফ আ পেইন্টার'। বার্লিন উৎসবে সেরা পুরস্কার পেয়েছিল এই ছবি। ফোর্বস পত্রিকা হুসেনকে 'ভারতের পিকাসো' বলে চিহ্নিত করেছিল।

১৯৫৪ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এদিন প্রয়াত হন। 'দুঃখবাদী কবি'। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অনুপূর্বা', 'মরুমায়া', 'ত্রিযামা', 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' প্রভৃতি। শেষ বয়সে ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কুমারসম্ভব ইত্যাদির অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৯৮৩ ভ্যানেসা উইলিয়ামস এদিন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় মিস আমেরিকা খেতাব জেতেন। তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যিনি এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হন। পরবর্তীকালে তিনি গায়িকা, অভিনেত্রী ও ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

পার্টির কর্মসূচি

■ হুগলির কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জোরকদমে চলছে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কণিকা ঘোষ, উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য দীপ্তি ভট্টাচার্যসহ জেলা প্রশাসন কর্তারা। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিবিরে এসে এলাকার সমস্যার কথা নথিভুক্ত করান।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯৮

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. রক্তপদ্ম ৫. পাবলিক মিটিং ৬. বড়ি, গুলি ৭. ইংল্যান্ডের অধিবাসী ৯. খুব অল্প, সামান্য ১২. জাহান্নাম ১৩. একরকমের মাছ ১৪. সংস্কার করা, ত্রুটি সংশোধন।

উপর-নিচ : ১. অত্যন্ত কর্কশ ও অস্বাভাবিক চড়া ২. প্রকৃতিগত ৩. যে কর্ম করে ৪. তামাশা ৮. বন্ধকি দলিল ৯. অবিরাম, ক্রমাগত ১০. অর্থনষ্ট ১১. বীজ বোনা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯৭ : পাশাপাশি : ১. আনাজ ৩. মনোযোগ ৫. কঠোপনিষদ ৭. রজত ৮. বহুল ১০. হাওয়াবদল ১২. শরজাল ১৩. নর্তন। **উপর-নিচ :** ১. আতান্তর ২. জনকতনয়া ৩. মণ্ডপ ৪. গলদ ৬. নিরবলম্বন ৯. লজ্জাহীন ১০. হাপিশ ১১.বড়াল।

১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১১০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১১৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৯৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৯৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১৪	৮৭.৫৪
ইউরো	১০৫.৮৪	১০৩.৮১
পাউন্ড	১২২.০২	১১৯.৬৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অনন্যা পাণ্ডে

■ দেব

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

এসএসকেএম-এ ‘অনন্য’র উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারেও বঞ্চনার শিকার হবে বাংলা

প্রতিবেদন : জীবন বিমা ও স্বাস্থ্য বিমার উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি প্রথম তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীই। এখন জিএসটি প্রত্যাহারের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করবে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলি। সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে নতুন ভবন উদ্বোধন করে তিনি জানান, জীবন বিমা ও স্বাস্থ্য বিমার উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের ফলে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে। স্বাস্থ্য বিমা থেকেই রাজ্যের ক্ষতি হবে ১০ হাজার কোটির বেশি। এই ক্ষতির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বাংলাকে। এক্ষেত্রেও সেই বঞ্চনা করা হবে। তবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে জীবন ও স্বাস্থ্য বিমার উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলাম আমরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ১৪ বছরে স্বাস্থ্য খাতে রাজ্য সরকারের বরাদ্দ ছ’গুণ বেড়েছে। এদিন মোট ২১৭ কোটি টাকার ১৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়। পাশাপাশি টাটা ক্যান্সার হাসপাতালের সহযোগিতায় এসএসকেএম ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসূতিদের জন্য যত্নশীল রাজ্য

প্রতিবেদন : দুর্গম এলাকার প্রসূতি মায়েদের দেখাশোনার জন্য আরও যত্নশীল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্গম এলাকা থেকে প্রসূতি মায়েদের তুলে আনা হয়। হসপিটালের লাগোয়া ওয়েটিং হার্টে তাদের রাখা হয়। তাঁদের ওই হাসপতালের দেখাশোনা করে। এরপর বাচ্চার জন্ম হওয়ার সময় তাদেরকে ওই হাসপাতালে এনে চিকিৎসকরা চিকিৎসা দেন। এটা অনেক বড় ব্যাপার। এখানে সুন্দরবনের মতো পাহা হারিয়ে এলাকার মতো দুর্গম জায়গা রয়েছে। এছাড়াও পিজি হাসপাতালে মধুর স্নেহ করা হয়েছে। সেখানে যে সমস্ত শিশুদের জন্মের সময় মা মারা গিয়েছে, তাদের বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

ডায়মন্ড হারবারে ইলিশ সেন্টার

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের ইলিশের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য আগেই বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মার ইলিশের স্বাদ বেশি হলেও সেই নির্ভরতা কমিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। সেই মতোই ডায়মন্ড হারবারে তৈরি করেছেন ইলিশের রিসার্চ সেন্টার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগে পদ্মার ওখান থেকে না এলে ইলিশ পাওয়া যেত না। কিন্তু এখন ডায়মন্ড হারবারে ইলিশ পাবেন, কোলাঘাটেও ইলিশ পাবেন। ২০১৩ সালে আমরা ডায়মন্ড হারবারে ইলিশ মাছের রিসার্চ সেন্টার তৈরি করেছি। এরপর পেঁয়াজ আমদানি নিয়েও সরব হন তিনি। বলেন, আগে বাংলায় পেঁয়াজ উৎপাদন হত না। এখন বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ায় পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। ৫০ শতাংশ উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়েছি। ১০০ শতাংশ পুরো করে দেবো। আগে শুধু মুরগির পোল্ট্রি ছিল, হাঁসের পোল্ট্রি ছিল না এখন সেটাও চালু করা হয়েছে।

নদীবেষ্টিত এলাকার জন্য স্বর্ণধান

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেন কোনওভাবেই ক্ষতিমুখে পড়তে না হয় ধানচাষিদের। সে কথা মাথায় রেখেই তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য। নদীবেষ্টিত এলাকার জন্য গবেষণা করে তৈরি হয়েছে স্বর্ণধান। রাজ্যের তরফে সুন্দরবন-সহ নদীবেষ্টিত এলাকাগুলিতে ওই স্বর্ণধান বিতরণ করা হয়। এই ধান থেকে খুব ভাল চাল হয়, নষ্টও হয় না। মঙ্গলবার এসএসকেএম-এ এমনটা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নদী বেস্টিত এলাকায় যখন বন্যা হয় বা লবণ জলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় ধান। আগে এই কারণে সমস্যার মুখে পড়তেন চাষিরা। কিন্তু এই বিষয়টি বিবেচনা করেছে রাজ্য। শুধু তাই নয়, চাষিদের জন্য বিমাও করা হয়েছে। এরমধ্যেই ডিভিসির অতিরিক্ত জলছাড়ার ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় রাজ্যে, এ কথা জানিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্বোধনী সঙ্গীতে মুখ্যমন্ত্রী মোহিত, শুভনন্দন ছাত্রীকে

■ গায়িকা পৌলোমী ও তবলাবাদককে শুভনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর। ইনসেটে বার্তা।

প্রতিবেদন : এসএসকেএমে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের সূচনা। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হবে ‘অনন্য’র। সেই সূচনা লগ্নে উদ্বোধনী সঙ্গীত মন ছুঁয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ‘লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ প্রাণেশ হে...’। গাইলেন এসএসকেএমেরই ডাক্তারি পড়ুয়া পৌলোমী। মোহিত হয়ে শুনছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষ হতেই অনুরোধ আর একটি গানের— ‘মধুরধ্বনি বাজে, হৃদয়কমল বনমাঝে...’। দুটি গান শোনার পরই শিল্পী ও তবলাবাদককে মুখ্যমন্ত্রী পাছালেন শুভনন্দন বার্তা।

গান শেষ হওয়ার পরই স্বাস্থ্য অধিকর্তা নারায়ণস্বরূপ নিগমের কাছে থেকে পেন ডায়েরি পাতা চেয়ে চার লাইনের ছোট্ট নোট লেখেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে লেখা— প্রিয় পৌলোমী, খুব সুন্দর গেয়েছো। অনেক শুভনন্দন। তবলাও খুব ভাল। এসএসকেএমের অধিকর্তা মনিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে তা মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়ে দেন। এই বার্তায় আপ্লুত দ্বিতীয় বর্ষের দুই পড়ুয়া। ওঁদের উদ্বোধনী গান শুনে মঞ্চ থেকে দিদি যে বার্তা দিয়েছেন, সেটাই তাঁদের পরম পাওয়া।

৪
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

17 September, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বাস্থ্যবিপ্লব

বিগত ১৫ বছরে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের চিত্রটাই বদলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভেঙে-পড়া বিল্ডিং, জং-ধরা স্ট্রেচার, হাসপাতালে ঘুরে-বেড়ানো কুকুর-বিড়াল, ডাক্তার না-থাকা— বাম জমানার ৩৪ বছরের পরিচিত দৃশ্য ছিল। হাসপাতাল মানেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানেই প্রশান্ত শূর আর তাঁর পরেই অপদার্থ সূর্যকান্ত মিশ্র। যিনি এই সময় দাঁড়িয়ে বড় বড় বক্তৃতা করেন। অথচ তাঁর সময়ে বাংলার স্বাস্থ্যের যে বেহাল দশা হয়েছিল তা বোধ হয় স্বাধীনতার পরেও ছিল না। সেই পরিস্থিতি কাটতে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর। প্রথমেই রাজ্যের বড় বড় হাসপাতালগুলোর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শুরু হয়। ডাক্তারদের বাধ্যতামূলক করা হয় হাসপাতালে। রোগীর পরিবারদের অনেক ক্ষোভ থাকে, সেই ক্ষোভ মেটানোর জন্য তৈরি হয়েছে রোগীকল্যাণ সমিতি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারলেন জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে দরকার আরও বেশ কিছু সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। জেলায় জেলায় সেগুলোও তৈরি হল। একদিনে পরিকাঠামো তৈরি হয় না। ক্রমশ প্রত্যেকটি হাসপাতাল স্বনির্ভর হতে শুরু করল। এই ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে দরকার আরও হাসপাতাল। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এবং বিশেষত বিজেপির রাজনৈতিক বঞ্চনার কারণে দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য অবহেলিত। তার মাঝেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একের পর এক পুরস্কার জিতে চলেছে। সরকার যেমন বেসরকারি উদ্যোগকে সাহায্য করছে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিপ্লব এনে দিয়েছে। এর মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় উডবার্ন ইউনিট আর এক বিপ্লব। যা সত্যিই শীর্ষ বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

e-mail থেকে চিঠি

মিথ্যের ফোয়ারা ছেটানো বন্ধ করুন

একটা সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনের স্বপ্নকে বুকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ তাঁর আমলে দেশে বহুবিধ সমস্যার কোনও খামতি নেই! যেমন, মোদির 'সুশাসনে' দেশের সাধারণ মানুষকে এখন খাবারের সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে! কেন্দ্রীয় সমীক্ষা রিপোর্টই বলছে, এই জমানায় গ্রাম-শহরে খাদ্যপণ্য ক্রয়ের হার কমেছে। খাদ্যপণ্যের অবিরত মূল্যবৃদ্ধির ঠেলায় দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের দু'বেলা খাবার জোগানো সম্ভব হচ্ছে না। আবার এপ্রিল-জুন মাসের ত্রৈমাসিকে দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে অসংগঠিত শিল্পের ৪০ কোটি শ্রমিকের মধ্যে কাজ হারিয়েছেন ১২.৮৮ কোটি শ্রমিক। ৪.৭ শতাংশ ছোট-মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একই দশা চলছে কৃষকদেরও, সেখানে সংকট প্রতিদিন তীব্র হচ্ছে। ধরা যাক, যুব সমাজের কথা। এই প্রজন্মের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থানের কোনও দিশা নেই এই আমলে। সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, মৌলিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, মানবাধিকার, অপুষ্টি, সুখ-সমৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, অসাম্যের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের মাপকাঠিতে গোটা বিশ্বে ভারতের স্থান ক্রমশ পিছচ্ছে। কিন্তু দাবি অনুযায়ী সরকার চালাতে মোদির দূরদৃষ্টি, ঈশ্বরের কৃপা, অক্লান্ত পরিশ্রমের এইসব 'ফসল' দেখিয়ে যে ভোটে জেতা যাবে না— তা বিজেপি-আরএসএসের চেয়ে ভালো আর কে বোঝে! অতএব ক্ষমতায় টিকে থাকতে, কুর্সি ধরে রাখতে গত লোকসভা ভোটের আগে তীব্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ঢালাও আমদানি করা হয়েছিল। এখন বিভিন্ন রাজ্য, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অসমের বিধানসভা ভোটের আগে অনুপ্রবেশকে হাতিয়ার করে সাফল্য পেতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বাজারে তাই নতুন শব্দবন্ধ আমদানি করা হয়েছে। 'ডেমোগ্রাফি মিশন' বা জনবিন্যাস মিশন। ২০২৬ এ এই মিশনও সখাত সলিলে ডুববে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

— পার্থ কর্মকার, চাকদহ, নদিয়া

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ব্রাত্যযুগে ব্রেশট-চর্চার মণি-মাণিক্যরা

দুটি বই। 'বি. বি. : বারটোল্ট ব্রেশট-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী' এবং 'যুদ্ধের বর্ণপরিচয়', বারটোল্ট ব্রেশট লিখিত 'ওয়ার প্রাইমার' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা ও অনুবাদ। দুটিরই লেখক ব্রাত্য বসু। একপেশে প্রোপাগান্ডার তেলভাণ্ডার পূর্ণ হলেও শিল্প যে বাটি হাতে পার্টিলাইনের দুয়োরে ভিক্ষা মেগে ফিরে যায়, এটা ব্রেশট বুঝেছিলেন। সমকালে অনেক গেরুয়াজীবী বুঝছেন। বেঞ্জামিন ডিসরেলি বলেছিলেন পোড়ো না, জীবনীগ্রন্থ পড়ো। কারণ জীবনীগ্রন্থ তত্ত্বের বাইরে এসে জীবন ব্যাখ্যা করে। ইতিহাস-ক্ষমতাধররা লেখান নিজের মতো করে। কিন্তু জীবনীগ্রন্থে সে-কারসাজি চলে না। সমকালে এই বক্তব্য অতি-প্রাসঙ্গিক। এই দুটো প্রেক্ষিত থেকেই ব্রাত্য বসুর বই দুটির আলোচনা জরুরি। এই অবস্থানের নিরিখে বই দুটোর আলোচনায় অধ্যাপক **আনন্দময় ভট্টাচার্য**

নাট্যসমালোচক প্রগাঢ় উচ্চারণ করেছিলেন, 'ব্রাত্যযুগ চলছে'। সম্প্রতি গ্রন্থপ্রকাশ মঞ্চ থেকে গোসাঁইকবি সেই মতেই সিলমোহর দিয়েছিলেন। নাট্যসমগ্রের পাঁচ পাঁচটা সুবপু খণ্ড, তিনটি মহাকাব্যোপম উপন্যাস, গভীর কিছু গল্প, কবিতা, অজস্র প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, অনুবাদ, সম্পাদনা, নাট্য নির্দেশনা, চলচ্চিত্র নির্মাণ, অভিনয়ের সপ্তাশ্ব রথে সওয়ার হয়ে একজন সৃজনের মাঠ ক্রমাগত বড় করে ছুটেই চলেছেন। নাটকের দল থেকে সরকারের শিক্ষা বিভাগকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। হাতে-কলমে করে দেখাচ্ছেন কোম্পানি থিয়েটারতত্ত্ব বাস্তবিক সম্ভব। স্বভাবতই রসিক মহলের একাংশ বিশ্বাস করছেন, বাংলায় এখন তিনিই যুগ। তিনি ব্রাত্য বসু। তাঁর ২০২২ সালে প্রকাশিত 'বি. বি. : বারটোল্ট ব্রেশট-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী' নবকলেবরে পুনরায় প্রকাশ পেল। আরও স্পষ্ট, আরও প্রযত্নলালিত হয়ে। এবার সঙ্গী ব্রাত্যর ব্রেশট চর্চার আর এক মাণিক্য 'যুদ্ধের বর্ণপরিচয়'। ব্রেশট লিখিত 'ওয়ার প্রাইমার' কাব্যগ্রন্থের ব্রাত্য বসু-কৃত ভূমিকা-সহ অনুবাদ। দুটি সৃজনই অভিঘাতী। ব্রেশটের জীবনী লিখতে বারোটি কাব্যময় শিরোনামযুক্ত অধ্যায় মলাটবন্দি করেছেন ব্রাত্য। প্রত্যেকটি সুরভিত গদ্য, প্রাজ্ঞ প্রতর্ক ও পরিপ্রশ্নময়। এরই সঙ্গে জুড়ে রাখা একটি তীক্ষ্ণ ভূমিকা ও তথ্যময় পরিশিষ্ট, এই নিয়ে বইটি নিটোল। যদিও লেখক সেকথা স্বীকার না করে বরং অসম্পূর্ণতার আশঙ্কাই করেছেন। ২০২২ সংস্করণের পাশে রাখলে বিরাট কিছু বদল চোখে পড়বে না। কেবল কিছু যুক্তিপূর্ণ অভিনিবেশ সংযোজিত হয়েছে। ব্রেশটের মতো মানুষদের পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূগোল বরাবরই কৃপণ। তাই আগের প্রকাশে যেখানে ব্রেশট 'দেশ'-এ ফেরেন, এই সংস্করণে ব্রাত্য তাঁকে নিতান্ত 'জার্মানি'তে ফেরান। সময়ের কোন প্রসবযন্ত্রণা এমন জীবনীগ্রন্থের জন্ম দেয়, এই তর্ক আমরা তুললে যেটা ওপরে ভেসে ওঠে, সেটাও ব্রেশটের জীবন। একজন সদানির্বাসিত এবং সদাপলাতক কমিউনিস্ট শিল্পী, যাঁকে ভয় পেতে হয়েছে কমিউনিস্টদের থেকেও। প্রগতি সাহিত্যের গুঁতোয় দাগানো সর্বহারা বৃত্তের সকলেই হন সর্বৈব মহান আর খেয়ে-পরে সচ্ছল মাত্রেই হয়ে পড়েন অনুভূতিহীন হাড়বজ্জাত। এতে একপেশে প্রোপাগান্ডার তেলভাণ্ডার পূর্ণ হলেও শিল্প যে বাটি হাতে

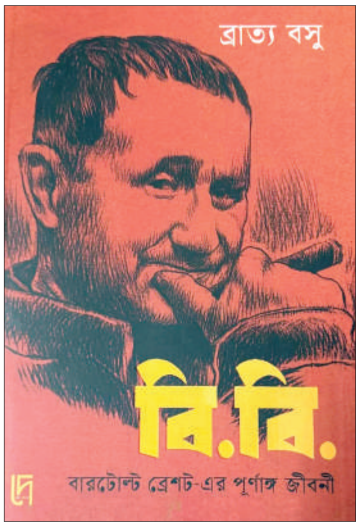

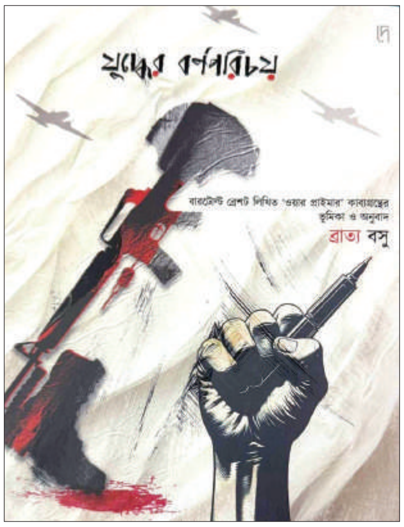

পার্টিলাইনের দুয়োরে ভিক্ষা মেগে ফিরে যায়, এটা ব্রেশট বুঝেছিলেন। ব্রাত্যও বিশ্বাস করেছেন। বেঞ্জামিন ডিসরেলি বলেছিলেন পোড়ো না, জীবনীগ্রন্থ পড়ো। কারণ জীবনীগ্রন্থ তত্ত্বের বাইরে এসে জীবন ব্যাখ্যা করে। ইতিহাস ক্ষমতাধররা লেখান নিজের মতো করে। কিন্তু জীবনীগ্রন্থে সে কারসাজি চলে না। বর্ণময় চরিত্র ব্রেশট। পারফর্মিং আর্টে দুটো বিশ্বযুদ্ধের শঙ্খনিনাদের মাঝে শুয়ে থাকা প্রথমবিশ্ব, তার শিল্পচর্চার ঘর-বাড়ির খবর, ইতিহাসের শ্যাওলার নিচে চাপা থাকা আপনজনের অপরাধ, বারবার প্রত্যাখ্যাত প্রজ্ঞার ক্লিন্নতাকে ব্রেশটের মতো লং-শটে আর কে তেমন তুলতে পারছিলেন? অথচ লেখনীর গায়ে কোনও চওড়া প্রপাগান্ডার চিহ্ন নেই! নারী, যৌনতা, প্যাশান আর ব্রেশটের জীবন, সেই সম্পর্কগুলোর স্বাভাবিকতা নিয়ে ব্রাত্যর কলম একেবারে দ্বিধাহীন, সটান। একইরকম বঙ্গীয় সাম্যবাদী তাঁবুর তৎসংক্রান্ত অস্বস্তি নিয়েও। অভিযোগ করেছেন সেই তাঁবুর ব্রেশটচর্চার ধরন নিয়ে, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশি তাঁর ওপর অফিসিয়াল কমিউনিস্টদের অত্যাচার নিয়ে 'হিরন্ময় নীরবতা' পালন নিয়ে। সেটাই সম্ভবত জীবনীকারের মূল প্রেরণা।

মানুষ মরতে পারে, উড়তে পারে, মারতে পারে, আবার ভাবতেও পারে। এই শেষেরটা নিয়ে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের যত গেরো। আর্তুরো উই তাই জেগে থাকেন ব্রেশটের লেখায়, ভাবুক মানুষকে চিরতরে ঘুম পাড়ানোর আগ্রহে। ব্রেশটের লেখা কবিতা, নাটক আপাদমস্তক ফ্যাসিবিরোধী। জীবনী লিখতে গিয়ে ব্রেশটের কবিতাগুলোও অনুবাদ করেছেন ব্রাত্য। বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বাদুতা বজায় রাখতে কিছুক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিয়েছেন তিনি। একই রীতি অনুসরণ করেছেন 'ওয়ার প্রাইমার' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির বঙ্গীকরণ করতে গিয়ে। এক্সপ্রেশনিস্ট কবি ব্রেশটের নির্বাসন পর্বে জার্মান ভাষায় লেখা এপিগ্রামের বই 'ক্রিগসবাইল'-এর ইংরেজি অনুবাদ 'ওয়ার প্রাইমার'। যুদ্ধের তলপেট থেকে ঝলকে তুলে আনা ভেদনশক্তিসম্পন্ন কবিতায় ঠাসা আস্ত ওয়্যারহাউস। কবির অমোঘ অনুভূতি অনুবাদকের কলমে, 'আমিই তো সভ্যতা রক্ষায় একা অফুরন্ত।' সর্বশক্তিমান মেকিত্বের মুখের ওপর ছবির মতো সুন্দর করে হেসেছেন ব্রেশট। ঘূর্ণির মতো নেচেছেন ফ্যাসিজমের চোখ রাঙানির চারপাশে। সেগুলোই অনুবাদককে ভিতর থেকে আকৃষ্ট করেছে 'যুদ্ধের বর্ণপরিচয়' সৃজনে। 'মহান দিগ্‌ভ্রান্ত নেতা'র উদ্দেশ্যে একমুখ থুতু এনে হেসে উঠে ব্রেশটের কণ্ঠে অনুবাদকও 'চিয়ার্স' বলে চিৎকার করেছেন। সঙ্গে রেখেছেন খান ছিয়াশি লাগসই ছবি। পাঠকের সুবিধার্থে সার্থক দাস বড় নিষ্ঠা নিয়ে এই বইটিতে টীকা, চিত্রসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সুসংবদ্ধ করেছেন।

রন চেরনাও, জেমস্ বস্ ওয়েল, ওয়াল্টার আইজ্যাকশনরা যে তাগিদ থেকে জীবনীসাহিত্যকে দেখেছেন, সেই প্রজ্ঞা পারমিতায় আমরা ব্রাত্য বসুকেও জুড়ে নিতে পারি তাঁর 'বি বি : বারটোল্ট ব্রেশট-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী' এবং 'যুদ্ধের বর্ণপরিচয়' বই দু'টির সৌজন্যে। দ্বিতীয়টি কবিতার অনুবাদ হলেও তার ভূমিকা নিয়ে প্রথম বইটির পরিপূরক। দুটি মিলিয়ে পাঠের অভিজ্ঞতা নিলে তবেই একটা ব্রেশটের ছবি পাব, যাকে ফ্যাসিস্ট আর সিউডো কমিউনিস্টরা প্রতিদিন লাথি-ঝাঁটা কষিয়েছেন। পয়সা উসুলপ্রত্যাশী পাঠককেও চেটেপুটে বুঝে নেওয়ার সুযোগ রেখেছে এই গ্রন্থ-আয়োজন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডোরিনা ক্রসিংয়ে ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধরনায় তৃণমূলের সাংস্কৃতিক সেল

মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে একতার ডাক শিল্পীদের

প্রতিবেদন : একসময় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সারা বিশ্বের মানুষ বাংলা ও বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশেষ সম্মান দিয়েছে। আর মূর্খ বিজেপি রাজনৈতিক ময়দানে কলকে না পেয়ে বাংলাকে, বাংলা ভাষাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপমান করছে। বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার চলছে প্রত্যেক বিজেপি রাজ্যে। মঙ্গলবার বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপির সেই ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল সাংস্কৃতিক সেল। মঞ্চ থেকে আওয়াজ উঠল, ভাষা-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে এক রেখেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এটাই বাংলার ঐতিহ্য। আমরা গর্বিত সেই ঐতিহ্যের উত্তরসূরি হিসেবে। বিজেপির বিভেদের চক্রান্ত আমরা রুখব ঐক্যবদ্ধ হয়েই।

এদিনের ধরনা-মঞ্চে ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও সোশ্যাল মিডিয়া সেলের সদস্যরাও। সঙ্গীতশিল্পী দেবজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে এদিন বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয় বাংলার শিল্পীমহল। দেবজ্যোতি বসুর কথায়, শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকে সারা পৃথিবী বাংলাকে যে জায়গা দিয়েছে, তাকে কোনওভাবেই অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে এখন বাংলাকে অপমান করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ আমাদের এই প্রতিবাদ। এদিন জয়ী ব্যান্ড, পরিবর্তন দলের গান-কবিতার মাধ্যমে ডোরিনা ক্রসিংয়ের ধরনা-মঞ্চ মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলা-বিরোধীদের বিরুদ্ধে। বক্তব্য রাখেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও আইটি সেলের প্রতিনিধিরাও। ছিলেন সৈকত মিত্র, নাজিমুল হক, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অভিরূপ চক্রবর্তী, উপাসনা চৌধুরী, অপর্ণা মৌলিক, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ সরকার, রূপসা বসু, সরাজ নস্কর-সহ অন্যরা।

সৈকত মিত্র বলেন, দেশকে স্বাধীন করার পিছনে বাংলার বিপ্লবীদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই বাঙালিকে অপমান করার স্পর্ধা কীভাবে হয়, সেটাই আশ্চর্যের! শ্রীলঙ্কার মানুষও তো তামিল ভাষায় কথা বলেন। পাহাড়ের মানুষও নেপালি ভাষায় কথা বলেন। সোশ্যাল মিডিয়া সেলের তরফে উপাসনা চৌধুরী বলেন, বাংলা ভাষা, বাংলার মাটিকে বিজেপি স্বীকার করতে চায় না। অথচ ওরা এই বাংলার মাটির ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করছে। ভোট আসলেই ওরা পরিযায়ী পাখির মতো আসে। আমরা যদিও ওদের আপ্যায়নে কোনও খামতি রাখি না। কিন্তু ওরা জানে না, যদি কেউ বাংলার মানুষের থেকে বাংলাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, শিশুর থেকে তাঁর মাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে; সে কিন্তু রুখে দাঁড়াবেই। বাঙালি অপমান সহ্য করবে না। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর আগে মঙ্গলবারই ছিল তৃণমূলের ভাষা-আন্দোলনের শেষ কর্মসূচি। পুজোর পর ফের নির্ধারিত সূচি মেনে ধরনা-অবস্থান চলবে।

দিল্লির বাজার দখলে মুর্শিদাবাদের পাট-শিল্প

অনুরাধা রায়

ঘর সাজানোর সামগ্রী থেকে গয়না— সারি-সারি স্টল প্রত্যেকটিতেই পাটের তৈরি জিনিস। সূক্ষ্ম বুনোন, রঙিন নকশা, চোখধাঁধানো পাটের কাজ। নিজেদের হাতে-তৈরি সম্ভার নিয়ে মেলায় হাজির মহিলারা। বিএনসিসিআইয়ের উদ্যোগে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সম্প্রতি পুজোর মেলায় মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মেলার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পাটের তৈরি সামগ্রীর স্টলগুলি। শুধু হস্তশিল্প প্রদর্শন নয়, পাটের সামগ্রীর মধ্যেই জেলার তরফে এক বিরাট বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। পলিজুট তৈরি করে বাংলার শিল্পকে ক্ষতি করার যে চক্রান্ত দিনের পর দিন করছে কেন্দ্র এবার তারই জবাব দিতে মুর্শিদাবাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পাড়ি দিচ্ছেন দিল্লি। ওখানে প্রদর্শনীতে বাংলার পাটের তৈরি নানা কাজ তুলে ধরবেন তাঁরা।

■ ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পুজোর মেলায় জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল পরিদর্শনে মুর্শিদাবাদের এডিএম সুকান্ত সাহা। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

থাকবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি অন্যান্য সামগ্রীও। মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক সুকান্ত সাহা জেলার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, রাজ্যের বাইরে প্রত্যেক বাণিজ্য মেলায় অংশ নিচ্ছেন বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। এবার দিল্লি, ওড়িশায় প্রদর্শনীতে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। অতিরিক্ত জেলাশাসক আরও বলেন, রাজ্যের প্রকল্প আনন্দধারার মাধ্যমে স্বনির্ভর হচ্ছেন মহিলারা। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ১১ লক্ষ মহিলা ১ লক্ষ দলে যুক্ত আছেন। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তৈরি করেন। বাড়ির কাজ সামলে মুর্শিদাবাদের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই মহিলারা স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন মেলা বা প্রদর্শনীতে গিয়ে তাঁদের সামগ্রী শুধু বিক্রিই করছেন না, নিয়ে আসছেন আরও কাজের বায়না। এরপর তাঁরা সেগুলি ভাগ করে দিচ্ছেন অন্য মহিলাদের। এইভাবেই বাড়ছে স্বনির্ভর হওয়ার সংখ্যা।

দাবায় ইতিহাস বৈশালীর শুভেচ্ছা বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ফিডে মহিলাদের গ্র্যান্ড সুইস চেস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বৈশালী রমেশবাবু। তাঁকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। ফিডের এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ২০২৬ সালের ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন বৈশালী। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, দ্বিতীয়বার ফিডে মহিলাদের গ্র্যান্ড সুইস চেস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য বৈশালী রমেশবাবুকে অনেক অভিনন্দন। এটা একটা অনন্য কীর্তি। আমি বৈশালীর পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। উজবেকিস্তানের সমরকন্দে মহিলা গ্র্যান্ড স্যুইসের ১১ তথা শেষ রাউন্ডে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তান ঝোঙ্গির বিরুদ্ধে ড্র করেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে তাঁকে মুখোমুখি হতে হবে দুই ভারতীয় কোনেরু হাম্পি, দিব্যা দেশমুখ ছাড়াও ঝু জিনার, আলেক্সান্দ্রা গোরিয়াচকিনা, তান ঝোংগি, কাতেরিনা লাগনোরা মতো দাবাড়ুদের।

৬
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

রাজ্য

17 September, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্রীরামপুরের সর্দার পাড়ার একটি পুরোনো সুতোর কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ভস্মীভূত কারখানা। শর্টসার্কিট থেকে আগুন। ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

বক্সা পাহাড়ের আদা-এলাচ-মিষ্টি আলু বিপণনে উদ্যোগী হল রাজ্য

প্রতিবেদন : আলিপুরদুয়ারের বক্সা পাহাড়ে উৎপাদিত উৎকৃষ্টমানের আদা, এলাচ ও মিষ্টি আলু এবার পৌঁছতে চলেছে সমতলে। রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতর পরিবহণের রূপরেখা তৈরি করতে চলেছে। লক্ষ্য, এই পণ্যকে বড় বাজারে পৌঁছে কৃষকদের আয় বাড়ানো।

কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না সম্প্রতি সেখানে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর মাঠে গিয়ে চাষিদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনেন। মন্ত্রী জানান, বক্সা পাহাড় ও আশপাশের প্রায় ১৪টি গ্রামে আদা, এলাচ ও মিষ্টি আলুর চাষ হয়। এখানকার ফসল সমতলের তুলনায় অনেক

ভাল মানের এবং বেশি দামে বিক্রি হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় ফসল সমতলে নামানোই সবচেয়ে বড় বাধা। তিনি বলেন, যদি পরিবহণের ব্যবস্থা হয়, তাহলে পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে। কৃষকদের জীবিকায় বড় পরিবর্তন আসবে। এই রূপরেখা চূড়ান্ত করতে কৃষি বিপণন, কৃষি ও উদ্যানপালন দফতরের যৌথ বৈঠকে পরিবহণ ও বিপণন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। তবে সমতলে নামার পথ বক্সা টাইগার রিজার্ভের মূল অংশের মধ্য দিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বন দফতরের অনুমতি ও চলাচলের নিয়ম মেনেই পরিবহন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এই ফসল বাজারে সঠিক সময়ে পৌঁছলে ভাল দাম মিলবে। আদা, মিষ্টি আলু ও স্কোয়াশের মতো ফসল সমতলে চাষ হলেও বক্সা পাহাড়ের ফলন মান ও স্বাদে একেবারেই আলাদা। তাই এদের আলাদা ব্র্যান্ডিং করে বাজারজাত করলে কৃষকরা সরাসরি লাভবান হবেন। সব মিলিয়ে, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ সফল হলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি গ্রামগুলির অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন।

সাংগঠনিক বৈঠকে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে

আরও ৯৭টি ফায়ার স্টেশন : দমকলমন্ত্রী

প্রতিবেদন : পুজোর একসপ্তাহ আগেই বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাজ্যে আরও ৯৭টি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র তৈরির কথা জানালেন দমকলমন্ত্রী। একইসঙ্গে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে দমকলের ডিজির নেতৃত্বে শহরের বড় মণ্ডপগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। প্রতিবছরই দুর্গাপুজোয় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বদ্ধপরিকর রাজ্যের দমকল বিভাগ। এবছরের সেই ব্যবস্থাপনা নিয়ে মঙ্গলবার নিউটাউনের দমকল কেন্দ্রে বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী সুজিত বসু। পুজোর সময় কোনওরকম অগ্নিকাণ্ডের প্রতিরোধে দমকল কীভাবে প্রস্তুত থাকবে, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় কীভাবে কাজ করবে; সেইসব নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। তারপর সাংবাদিক বৈঠক করে দমকলমন্ত্রী জানান, রাজ্যে আপাতত ১৬৬টি দমকল কেন্দ্র রয়েছে। ১১টি অস্থায়ী কেন্দ্রও রয়েছে। এবার পুজোর জন্য রাজ্য জুড়ে আরও ৯৭টি অস্থায়ী ফায়ার স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও কলকাতা ও শহরতলির ২৫টি পুজো প্যান্ডেলে ফায়ার কিয়স্ক করা হচ্ছে। সেখানে দমকল বিভাগের কর্মপদ্ধতি তুলে ধরা হবে। আবার এফএম রেডিওর মাধ্যমেও সচেতনতামূলক প্রচার করা হবে। একইসঙ্গে দমকলমন্ত্রীর আরও ঘোষণা, খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যে আরও ২৫টি স্থায়ী দমকল কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে। এছাড়াও আগামীতে দমকল বিভাগ ফায়ার ড্রোন এবং রোবটের মতো উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে।

■ এসএসকেএম থেকে ভার্চুয়ালি বারুইপুরের সূর্যপুর সেতুর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূর্যপুরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ সায়নী ঘোষ, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি, সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি-সহ অন্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকেরা।

■ মহিলা কমিটি পরিচালিত ফুলবাগানের সিটিজেন্স ফোরাম সর্বজনীন-এর অঙ্গসজ্জা প্রদান অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বেলুড় মঠ মিশনের মহারাজ রামো প্রভানন্দজি, বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে, অসীম বসু, অনিন্দ্য কিশোর রাউত, সুব্রত দত্ত, স্নেহাশিস শূর-সহ অন্যেরা।

খুনের তদন্তে ক্যাম্পাসে গোয়েন্দারা

প্রতিবেদন : কোনও রহস্য নয়, মেয়েকে খুনই করা হয়েছে! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের বাবা-মায়ের এই অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যান। ছিলেন ডিসি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার-সহ শীর্ষ পুলিশ কর্তারা। যাদবপুরের ৪ নং গেটের কাছে যে ঝিলে ডুবে ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, সেই ঝিলের ধারের গভীরতা মাপেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেনসিক আধিকারিকরা। কীভাবে ওই ছাত্রী ঘটনার রাতে পুকুরে পড়ে যান, সেটাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান প্রশ্ন। কিন্তু ক্যাম্পাসে সিসিটিভির অভাব তদন্তের প্রতিপদে সমস্যার সৃষ্টি করছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই নিহতের কয়েকজন সহপাঠীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীদের বয়ানের সঙ্গে সেই পড়ুয়াদের বয়ান মিলিয়ে দেখা হয়। নিহত পড়ুয়াকে প্রথমবার উদ্ধার করে যাঁরা হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। যাদবপুরের যে বেসরকারি হাসপাতালে ওই ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে চিকিৎসক তাঁকে প্রথমবার দেখেন, তাঁর বয়ানও সংগ্রহ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাদবপুর থানায় যান নিহত ছাত্রীর বাবা-মা।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যহ্রাস মাদার ডেয়ারির

প্রতিবেদন : আমজনতার জন্য বড় সুখবর রাজ্যে। একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা করল মাদার ডেয়ারি। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হবে। সম্প্রতি জিএসটি কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। একাধিক পণ্যকে শূন্য বা সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ করস্ল্যাবে আনার ফলে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজারে সরাসরি প্রভাব পড়েছে। ফলে পনির, মাখন, চিজ, ঘি, মিল্কশেক, আইসক্রিমের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিল সংস্থা। ৫০০ গ্রাম মাখনের দাম ৩০৫ টাকা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে ২৮৫ টাকা। বাটারস্কচ আইসক্রিম ৩৫ টাকার বদলে মিলবে ৩০ টাকায়। ইউএইচটি দুধের দামও কমেছে। ১ লিটার টেট্রা প্যাক টোনড মিল্কের দাম ৭৭ টাকা থেকে নামিয়ে ৭৫ টাকা করা হয়েছে। তবে ফুলক্রিম বা টোনড পাউচ দুধের দামে কোনও পরিবর্তন হবে না, কারণ এর উপর জিএসটি আগে থেকেই প্রযোজ্য ছিল না। আমুলও আগেই জানিয়েছে, পাউচ দুধের দাম অপরিবর্তিত থাকবে।

জোড়া ঘূর্ণাবর্তে রাজ্যে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : উৎসবের আমেজে এবার কাঁটা হচ্ছে বৃষ্টি। রাজ্য জুড়ে জারি দফায় দফায় বৃষ্টি। জোড়া ঘূর্ণাবর্তের কারণে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। সেই কারণেই বিক্ষিপ্ত ভাবে চলবে বৃষ্টিও। দক্ষিণবঙ্গে মূলত হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে আজও অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের পাঁচ জেলা ও উত্তর দিনাজপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি সব জেলাতেই।

নৈরাজ্যের মেট্রো
৪৫ মিনিট স্টেশনে পড়ে মৃত্যু যাত্রীর

সংবাদদাতা, হাওড়া : ক'দিন আগে প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন। এবার মেট্রো স্টেশনে ন্যূনতম চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু হল প্রৌঢ় সরকারি কর্মীর। মঙ্গলবার সকালে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হলেও হাওড়া মেট্রো স্টেশনে কার্যত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে ত্রিবেণীর বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পাকড়াশির (৫২)। বিদ্যুৎ দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ওই ব্যক্তি প্রায় ৪৫ মিনিট বিনা চিকিৎসায় স্টেশনেই পড়েছিলেন! তাও কোনও পরিষেবা মেলেনি। ঘটনায় মেট্রো কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নিত্য অফিসযাত্রীরা। মেট্রোয় নিরাপত্তা, নজরদারি শিকেয় উঠেছে। চূড়ান্ত অব্যবস্থায় পরিষেবা একেবারে তলানিতে। এবার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুতে আরও অমানবিক মেট্রো। প্রশ্ন উঠছে, কেন মেট্রো স্টেশনে সামান্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই? কেন অক্সিজেন মাস্ক ছিল না? মৃতের পরিবার মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে।

বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে নদীতে ডুবে মৃত্যু হল এক মহিলার। আলিপুরদুয়ারের ঘটনা। মৃতের নাম রতনী ওরাওঁ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ

তৈরি হল ইতিহাস, রাজ্যের উদ্যোগে বিদ্যুৎ পেল মালদহের প্রত্যন্ত গ্রাম

সংবাদদাতা, মালদহ : বাম, কংগ্রেস পারেনি। ইতিহাস তৈরি করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। স্বাধীনতার পর ৭৯ বছর বিদ্যুৎ পেল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বরুই অনুপনগর গ্রাম। বাংলা–বিহার সীমান্তের মরা মহানন্দা নদী এতদিন ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। বারবার নদী পার করে বিদ্যুৎ লাইন বসানোর চেষ্টা হলেও প্রকৃতির দুর্ভোগে ভেস্তে যেত সব পরিকল্পনা। প্রসঙ্গত, মালদহ জেলা পরিষদের কৃষি, সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের উদ্যোগে কাজ শুরু হয়। সেই স্বপ্নের পূর্ণতা-প্রথমবার প্রতিটি ঘরে জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের বাতি। সন্ধ্যা নামতেই গ্রাম জুড়ে আনন্দের ঢেউ। উঠোন থেকে পাকা রাস্তা, প্রতিটি কোণে উৎসবের আবহ। শিশুদের চোখে বিস্ময়, বৃদ্ধদের মুখে তৃপ্তির হাসি। কেউ বললেন, আজ যেন সত্যিই স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম। বাংলা বিহার সীমানায় অবস্থিত বিহারের সুরতপুর ও মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুপনগর গ্রাম। গ্রামের নাম আলাদা হলেও দুই রাজ্যের বাসিন্দাদের বাড়ি ঘর একই জায়গায়। গ্রামের দুই রাজ্যের বাসিন্দারাই বাংলাভাষী। তবে বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় সমস্যায় পড়েছিলেন গ্রামের সকলেই। বিদ্যুৎ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন গ্রামের বাসিন্দারা।

■ হরিশ্চন্দ্রপুরে আলো জ্বালিয়ে উদ্বোধন বিদ্যুৎ পরিষেবার।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলাশয়ে গাড়ি

একই পরিবারের মৃত ৪

সংবাদদাতা, কোচবিহার : পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল একই পরিবারের চারজনের। সোমবার গভীর রাতে কোচবিহারের চিলকিরহাটের ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার ধারের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। সূত্রের খবর, সোমবার পরিবারের চার সদস্য গাড়িতে চেপে তাঁদের দেওয়ানহাটের বাড়ি থেকে চান্দামারিতে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে যান। সেখান থেকে ফেরার পথেই চিলকিরহাট এলাকায় একটি নয়ানজুলিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায় গাড়িটি। সেই সময়ে গাড়িতে ছিলেন সঞ্জয় দাস (২৬), অমিত দাস (২৪), পার্থ দাস (২৪) এবং মৌমিতা দাস (২৮)। গাড়ি চালাচ্ছিলেন ধনঞ্জয় বর্মন নামে বছর ২৮-এর এক ব্যক্তি। দুর্ঘটনায় মৌমিতা ছাড়া বাকি সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে পাঠায় পুলিশ।

হেলথ ইউনিট

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বিধায়ক সত্যজিৎ বর্মনের উদ্যোগে হেমতাবাদ পাচ্ছে নয়া হেলথ ইউনিট। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাবলিক হেলথ ইউনিট নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন, জেলা পরিষদের সদস্যা মকলেসা খাতুন, হেমতাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আশরাফুল আলি, বিশিষ্ট সমাজসেবী মজিবুর রহমান ও মোজাফফর হোসেন প্রমুখ। আশরাফুল আলি জানান, হেমতাবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন সাধারন মানুষ ও রোগীদের স্বার্থে হেমতাবাদ হাসপাতালে একটি পাবলিক হেলথ ইউনিট করে তৈরির আবেদন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়-এর কাছে। বিধায়কের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমতাবাদ হাসপাতালে পাবলিক হেলথ ইউনিট তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ করেন। এই কাজে ৫৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩১৫ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই প্রকল্পটি রূপায়ন হবে বলেও জানান তিনি।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, মালদহ : প্রার্থী দিতে পারল না বিরোধীরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় জয় করল তৃণমূল। ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে মোট ৬৩৬ ভোটারের এই সমবায়ে বাম, বিজেপি কিংবা কংগ্রেস কেউই প্রার্থী দিতে পারেনি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই নির্বাচনী লড়াই শেষ হয় তৃণমূলের পক্ষে। মঙ্গলবার মালদহ সমবায় ভবনে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান। অমৃতি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির জয়ী নয়জন সদস্য একে একে হাজির হন অনুষ্ঠানে। সমবায় ভবনের আধিকারিকরা তাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে জয়ের শংসাপত্র তুলে দেন। ছিলেন ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পাল-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। রাজেশবাবু বলেন, তৃণমূল সরকারের আমলে সমবায়গুলোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। সেই আস্থাই এই নিরঙ্কুশ জয় এনে দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায়গুলোর গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। কৃষক ও সাধারণ সদস্যদের স্বার্থরক্ষায় কার্যকর কাজের ফলেই বিরোধীরা মাঠে নামার সাহস পায়নি বলে তৃণমূল শিবিরের দাবি। এই সাফল্যে নতুন করে উজ্জীবিত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। অঞ্চলের বাসিন্দাদের কথায়, সমবায়ের উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। তাই সবাই তৃণমূলকেই সমর্থন করেছেন।

■ জয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র।

প্রশাসনের তৎপরতায় খুলল পাহাড়ের রাস্তা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং : টানা ভারী বর্ষণে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। মঙ্গলবার সকাল থেকে তিস্তা নদীর জল উপচে তিস্তা বাজার অঞ্চলের রাস্তায় ঢুকে পড়ায় দার্জিলিঙের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। টানা বৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রায় পাঁচ ঘন্টা বন্ধ ছিল কালিম্পং ও দার্জিলিং-এর সংযোগকারী তিস্তা বাজার রোড। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তৎপর প্রশাসন উদ্যোগ নেয়। বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা স্বাভাবিক করার কাজ চলতে থাকে। বৃষ্টি কমতে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে তিস্তা নদীর জল কমা শুরু হয় এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পুনরায় খুলে যায়। আর এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খুলে যাওয়ায় স্বাভাবিক হয় যাতায়াত ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত, পর পর নিম্নচাপের কারণে হচ্ছে বৃষ্টি। দক্ষিণের পাশাপাশি সমস্যায় পড়েছে উত্তরও। পাহাড়ে নেমেছে ধস।

ডুয়ার্সের বনাঞ্চলে হোগলা-খেজুর পাতার যুগলবন্দি

রৌনক কুণ্ডু ● কোচবিহার

ডুয়ার্সের বনাঞ্চলে হোগলা-খেজুর পাতার যুগলবন্দি। আর তাতেই রং আনবে চন্দননগরের আলো। একদিকে উত্তরবঙ্গের শিল্পীর হাতে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ ও প্রতিমা, অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের চন্দননগরের আলোকসজ্জা। উত্তর ও দক্ষিণের মেলবন্ধনে কোচবিহার শহরের ভেনাস স্কোয়্যার ক্লাবে গড়ে উঠছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ।

ভেনাস স্কোয়্যার ক্লাবে এবারের পুজো ষাট বছরের। প্রতিবছরেই এই পুজো দর্শনার্থীদের ভিড় টানে। তবে দর্শনার্থীদের রেকর্ড ভিড়ের আশায় এ-বছর এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ পুজোমণ্ডপ। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শিল্পী লক্ষ্মণ বর্মন এই মণ্ডপ তৈরি করছেন। শিল্পী অলোক পাল এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করছেন মণ্ডপের ভেতরে। মণ্ডপ জুড়ে থাকছে সুপুরির খোল ও হোগলা পাতা দিয়ে তৈরি নানা কারুকার্য। চার মাস ধরে জলপাইগুড়ির শিল্পীরা এই পাতা দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ করে চলেছেন। জোরকদমে চলছে কারুকার্যকে আরও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলার কাজ।

মণ্ডপ তৈরির শিল্পী নিবাস বর্মন বলেন, আমরা জলদাপাড়া-সহ বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে এই পাতা, সুপুরির খোল সংগ্রহ করেছি। তা দিয়েই এই মণ্ডপের ভেতরে ও বাইরে কারুকার্য চলছে। ভেনাস স্কোয়ার ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন এবারে তৃতীয়ার দিন। যাতে অনেক আগে থেকে পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখার সুযোগ পান দর্শনার্থীরা সেই আশায় আছেন পুজো উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অর্ণব নিয়োগী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া অনুদান পেয়েই বড় পুজোর আয়োজন।

■ মণ্ডপ তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
17 September, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

মহিষাদলে সবুজঝড়, রাম-বামদের উড়িয়ে সমবায় জিতে নিল তৃণমূল

সংবাদদাতা, মহিষাদল : বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমবায় ভোটে তৃণমূলের বড় জয় হল মঙ্গলবার। মহিষাদলে তৃণমূলের এই সমবায় জয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেল বিজেপির। নিজেদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই হারে কার্যত কুপোকাত বিরোধী দল। তাদের পিছনে ফেলে মহিষাদল ব্লকের চক গাজীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বোর্ড গড়তে চলেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে এই সমবায়ের ডেলিগেটস নির্বাচন ছিল। মোট ৪৪টি আসনের ২৮টিই জিতে নেয় তৃণমূল। বিজেপি ১৫ এবং সিপিএম মাত্র ১টি আসন পায়। মঙ্গলবার ফলাফল ঘোষণা হতেই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে ব্যাপক উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানাতে যান মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, এই সমবায়টি লক্ষ্যা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, যার পরিচালন ভার বর্তমানে বিজেপির হাতে। মহিষাদল বিধানসভাতেও লোকসভা ভোটের নিরিখে বিজেপি এগিয়ে। কিন্তু সেই জায়গায় চক গাজীপুর সমবায় সমিতির নির্বাচনে বড় জয়ে তৃণমূলের শক্তি অনেক জোরদার হল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। ভোট উপলক্ষে সকাল থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। মাসখানেক আগে নির্বাচন ঘোষণা হতেই হারানো জমি পুনরুদ্ধারে নেমে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজ্যের উন্নয়ন ও একাধিক জনমুখী পরিকল্পনা মানুষের কাছে তুলে ধরে দোরে দোরে প্রচারে যান তৃণমূল নেতারা। আর তাতেই হারানো জমি ফিরে পায় তৃণমূল। বিরোধীদের তরফে সব ক'টি আসনে প্রার্থী দেওয়া সত্ত্বেও এবার তৃণমূলকে হারাতে ব্যর্থই হল রাম-বামেরা। এই সমবায়ের মোট ভোটার ১০৯০। যার মধ্যে ভোট পড়ে ৮৮%। প্রসঙ্গত, আগেও এই সমবায়টি ছিল তৃণমূলের হাতে। প্রায় ৬ মাস আগে সেই বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। বিজেপির পঞ্চায়েত এলাকায় বিপুল জয় পেয়ে বিকেলেই বিজয় মিছিল বের করে তৃণমূল। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুদর্শন মাইতি-সহ অন্যরা। বিধায়ক বলেন, বিজেপি পঞ্চায়েত দখলে নেওয়ার পরেও সমবায় নির্বাচনে মানুষ ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মানুষ কখনও হিংসা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মেনে নেন না। তাঁরা সবসময় উন্নয়নেরই পক্ষে। তাই ফের দু'হাত ভরে তৃণমূলকেই আশীর্বাদ করেছেন তাঁরা।

■ সমবায় ভোটে জিতে বিজয়োল্লাসে মাতলেন তৃণমূল প্রার্থী, নেতা ও কর্মীরা।

পাথরকাটির জয়চণ্ডী মন্দিরে লোধাদের ঐতিহ্যের দুর্গোৎসব

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

রাজ্যের সর্বত্র যখন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে বনেদি বাড়ি, ক্লাব ও বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলি, ঠিক তখনই ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের প্রান্তিক গ্রাম পাথরকাটিতে দুর্গোৎসব উদ্‌ যাপিত হচ্ছে এক ভিন্নমাত্রার ধর্মীয় নিষ্ঠা ও সামাজিক ঐক্যের মাধ্যমে। এখানকার জয়চণ্ডী মন্দিরের দুর্গাপুজো জাঁকজমক নয়, বরং বহু প্রাচীন সংস্কার ও আত্মনির্ভর লোধা জনজাতির গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন। নিত্যপুজো এবং সারা বছরের ধারাবাহিকতায় দুর্গোৎসবের সময়ে এখানেও বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম যে এই মন্দিরে কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই। গ্রামের লোধা সম্প্রদায়ের পুরুষরাই পুজোর সব দায়িত্ব পালন করেন। এক সময়ে দুর্গাপুজোর জন্য বাইরের পুরোহিতকে আনা হলেও কিছু অনিয়ম ও আপত্তির কারণে সে প্রথা বন্ধ করে স্থানীয়রাই নিয়েছেন সমস্ত দায়িত্ব। মন্দিরটির পিছনে আছে এক অলৌকিক ঘটনা। বহু বছর আগে গ্রামবাসী রাম লোধা দেবীর স্বপ্নাদেশ পান যে, যদি তিনি জংলি ধুনো, চিটাগুড়ের লাড্ডু ও ফলমূল নিবেদন করেন তবে দেবী সন্তুষ্ট হবেন। সেই নির্দেশ পালনের পর থেকেই গ্রামে ফিরে আসে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। সেই থেকেই নিয়মিত জয়চণ্ডী দেবীর পুজো হয়ে আসছে। দুর্গাপুজোর সময় এই মন্দির প্রাঙ্গণে বসে বড় মেলা। ঝাড়খণ্ড-সহ আশপাশের এলাকা থেকে বহু ভক্ত আসেন দেবীর আশীর্বাদ নিতে। শুধু মন্দির নয়, জয়চণ্ডী মন্দির আজ লোধা সমাজের আত্মমর্যাদা, ঐক্য এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। এ বছরও নিয়ম-নীতি মেনে শুরু হতে চলেছে দুর্গোৎসব। গ্রামের মানুষ নিজের হাতে মন্দির পরিষ্কার থেকে সজ্জা ও পুজোর সব প্রস্তুতি করছেন। ভক্তি, ঐতিহ্য ও একতার নিদর্শন নিয়ে পাথরকাটি পরিণত এক অনন্য তীর্থক্ষেত্রে।

আমাদের পাড়া শিবিরে জনসংযোগে পুরপ্রধান

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত আমাদের পাড়া,আমাদের সমাধান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার চাকদহ পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চাকদহের পুরপ্রধান অমলেন্দু দাস, উপপ্রধান দেবব্রত নাগ এবং প্রাক্তন পুরপ্রধান ও বর্তমান ওয়ার্ড কাউন্সিলর দীপক চক্রবর্তী।

তৃণমূলকর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরে ধৃত অভিযুক্ত বিজেপিকর্মী, উধাও ৫ নেতা

খেজুরি

সংবাদদাতা, খেজুরি : সমবায় সমিতির নির্বাচনে জিতেই শুরু হয় গেরুয়া সন্ত্রাস। তৃণমূল প্রার্থী-সহ একাধিক তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে এবার পুলিশের হাতে পাকড়াও বিজেপিকর্মী গোপাল দাস। মঙ্গলবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, রবিবার খেজুরি ২ ব্লকের জনকা অঞ্চলের গোড়াহার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে সব ক'টি আসনে জয়ী হয়ে বিজেপি শুরু করে গেরুয়া সন্ত্রাস। রাতে তৃণমূল কর্মী নটেন নায়েকের বাড়িতে হামলা চালায় বিজেপি-দুষ্কৃতীরা। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর, রান্নাঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ছেলে পবিত্রকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে নটেনবাবু থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বিজেপির জেলা সম্পাদক পবিত্র দাসের। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার অভিযুক্ত গোপাল দাসকে গ্রেফতার করে। বিজেপি নেতা পবিত্র-সহ মোট ৫ জন পলাতক। ব্লক তৃণমূল সভাপতি সমুদ্র দাশ বলেন, এখনও আমাদের দুজন প্রার্থী ঘরছাড়া। গোটা ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে জানান খেজুরি থানার ওসি প্রলয় চন্দ।

ইসিএলের খনি এলাকায় হঠাৎ ধোঁয়া, শ্বাসকষ্ট বাসিন্দাদের

সংবাদদাতা, জামুড়িয়া : বুধবার হঠাৎ ধোঁয়ায় ঢাকল জামুড়িয়ার নিউকেন্দা এলাকা। সোমবার দুপুরে ইসিএল কেন্দা এলাকার অন্তর্গত নিউ কেন্দা কোলিয়ারির নিউ কেন্দা ওসিপি থেকে ব্যাপক পরিমাণে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যেই খনি থেকে বের হওয়া সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। আশপাশের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। জানা যায়, ধোঁয়ার ফলে মানুষের শ্বাসকষ্ট হয়। আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা ভূমিধ্বসের আশঙ্কাও শুরু করেছেন। ওসিপি থেকে বের হওয়া ধোঁয়ায় বিষাক্ত মিথেন এবং কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকায় মানুষের শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে বলে ধারণা এলাকাবাসীর। নিউ কেন্দা ওসিপির আশপাশের বসবাসকারী মানুষজন পুনর্বাসনের দাবি জানান।

শেরশাহের আমল থেকে একই মূর্তিতে পূজিতা বৈকুণ্ঠপুরের দুর্গা

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

তন্ত্রমতে শেরশাহের আমলের বহু আগে থেকেই একই মূর্তিতে পূজিত হন বৈকুণ্ঠপুরের জয়দুর্গা। এখানে দেবীর আবাহন হয়, কিন্তু বিসর্জন হয় না। হয় অঙ্গরাগ। অষ্টমীর ভোগে আজও নিয়ম করে দেবীকে দেওয়া হয় মাগুর মাছের টক। শোনা যায়, বৈকুণ্ঠপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িরই এক সদস্য যিনি নিজেই ছিলেন তান্ত্রিক, তিনিই নদীর পারে পর্ণকুটির নির্মাণ করে সেখানেই তান্ত্রিক মতে এই পুজো শুরু করেছিলেন। পরে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদ স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীর জন্য মন্দির তৈরি করে দেন। পুজোর সূচনায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ওই তান্ত্রিক যে রীতিতে পুজো করতেন, সেই নিয়মের আজও কোনও বদল হয়নি। দেবী এখানে পঞ্চমুন্ডির আসনে বিরাজমান। জয়দুর্গার বিগ্রহ মাটি দিয়েই তৈরি করেছিলেন সেই তান্ত্রিক পুরুষ। তারপর থেকে মাটি দিয়েই নির্মিত প্রতিমার পুজো হয়ে চলেছে। এভাবেই এই পুজো প্রায় ৫০০ বছরের বেশি অতিক্রান্ত করেছে। এখানে প্রতিমার বিসর্জন হয় না। কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তর করা হয় অঙ্গরাগ। দেবী এখানে জয়দুর্গা রূপে পূজিত হন। তিনি এখানে সপরিবার নন, বরং একাই বিরাজমান। দেবী প্রতিমাতেও আছে অভিনবত্ব। শোনা যায়, প্রায় প্রথম দিন থেকেই এখানে অসুরের রঙ সবুজ। যদিও তার নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না। দেবী এখানে ঘরের মেয়ে। তাঁকে কাছছাড়া করতে চায় না বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। আজ প্রায় পাঁচশো বছরের বেশি দেবী জয়দুর্গা বৈকুণ্ঠপুরকে আগলে রেখেছেন। মৃত্যুর আগে ওই তান্ত্রিক বৈকুণ্ঠপুরের বাসিন্দা তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুজোর দায়িত্ব দেন। সেই থেকে এগারো পুরুষ ধরে পুজো করে আসছে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। জয়দুর্গার মন্দিরে আজও তন্ত্রমতেই পুজোর রীতি চালু। মহারাজা কীর্তিচাঁদ দান করেছিলেন প্রচুর জমি। সেই জমির আয় থেকেই পুজোর যাবতীয় খরচ মেটানো হয়। তাই জয়দুর্গার সন্ধিপুজোয় রাজার নামেই আজও সংকল্প হয়। সারা বছরই দেবীর নিত্যসেবা হয় নিয়ম করে। প্রতিদিনই নিয়ম করে দেবীকে দুবেলা ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যারতির পর দেওয়া হয় শীতলভোগ। পুজোয় বলি-প্রথা আছে। দেবীর পছন্দের মাছের নানা পদ প্রতিদিনই থাকে ভোগে। অষ্টমীর ভোগে মাগুর মাছের টক অতি-অবশ্যই দিতে হয়। এই বাড়ির বর্তমান সদস্যরা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকলেও পুজোর চারদিন সকলে একত্রিত হন বৈকুণ্ঠপুরে।

বীরভূমের নলহাটি থানা এলাকা থেকে মঙ্গলবার বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। সেই সঙ্গে ৪ পাচারকারী হাতেনাতে ধরা পড়ায় তাদের গ্রেফতার করে নলহাটি থানার পুলিশ

আমার বাংলা
17 September, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

বিশ্বকর্মা পুজোয় উৎসবমুখর শিল্পনগরী হলদিয়া

সূচনায় ঋতব্রত-সহ শ্রমিকনেতারা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● হলদিয়া

আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হরেক কিসিমের কল-কারখানা। সেখানেই প্রতি বছর ধুমধাম করে পালিত হয় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুজো। দুর্গাপুজোর আগে এ যেন হলদিয়াবাসীর কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। আর তার ফলে বিশেষ উন্মাদনা হলদিয়ার মানুষজনের মধ্যে। শিল্প ও বন্দর শহর হলদিয়ায় চলতি বছর ছোট-বড় মিলিয়ে পুজোর সংখ্যা প্রায় ২০০। আছে একাধিক বড় বাজেটের পুজো। মঙ্গলবার রাতেই প্রায় সমস্ত শিল্প কারখানার পুজোর ফিতে কাটা হয়ে যায় রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে। ইমামির পুজো উদ্বোধন করেন সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমরা সব সময় শ্রমিকদের পাশে আছি। তাঁরাই গোটা শিল্পশহর জুড়ে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করেন। গোটা রাজ্যের মানুষ সেই পুজো উপভোগ করেন। উদ্বোধনের পর রাত থেকেই মানুষের ভিড় শুরু হয়ে যায়। প্রতিমাসজ্জার পাশাপাশি অপরূপ আলোকসজ্জায় যেন যৌবন মেলে ধরেছে শিল্পশহর হলদিয়া। হলদিয়া মিৎসুবিশি কারখানার কন্ট্রাক্টর, ট্রান্সপোর্টার অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বিশ্বকর্মা পুজো এ বছর পড়ল ২৮ বর্ষে। বাজেট ১২ লক্ষ টাকা। থিম সহজপাঠ। প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ এবং রেশম সুতোর প্রতিমা গড়া হয়েছে। তিন দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হবে। অন্যদিকে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কন্ট্রাক্টর অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পুজোর বাজেট এবার ২৫ লক্ষ। এ বছর ২৯তম বর্ষে রাজস্থানের ওম মন্দিরের আদলে গড়ে উঠেছে মণ্ডপ। প্রায় ৬০ ফুট উঁচু এবং ৯০ ফুট চওড়া এই মণ্ডপ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। শস্যদানা এবং হোগলাপাতা দিয়ে তৈরি হয়েছে দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার মূর্তি। হলদিয়া ইন্দরামা ধানসেরি বিশ্বকর্মা পুজো এ বছর ২৩তম বর্ষে পড়ল। বিভিন্ন ফলের বীজ দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রতিমা। এদের থিম 'ফিরে দেখা গ্রামীণ কুটিরশিল্পের কথা'। বাঁশ-কাঠ দিয়ে প্রায় ৪০ ফুট উঁচু এবং ৬০ ফুট চওড়া অপরূপ মণ্ডপ। বাজেট ৯ লক্ষ। পুজো কমিটির সম্পাদক প্রদীপ মণ্ডল বলেন, শ্রমিক এবং গাড়ি আটকে চাঁদা সংগ্রহ করি না। নিজেরাই যথাসাধ্য চেষ্টা করি বিশ্বকর্মা পুজোকে সকলের সামনে তুলে ধরার। শীতবস্ত্র ও চারাগাছ বিতরণ হবে আমাদের পুজোয়।

■ পুজো উদ্বোধনে আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০২৯ বছরের রীতি মেনে মল্লরাজবাড়িতে কামান দেগে শুরু হয়ে গেল পুজো

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : রাজা নেই, নেই রাজত্বও। তবু নিয়ম মেনে কৃষ্ণা নবমীতে দেবী এলেন। স্থানীয় মাধব সায়েরে মহাস্নান পর্বের পর বড় ঠাকুরানি প্রবেশ করলেন সুপ্রাচীন মন্দিরে। রীতি মেনে পার্শ্ববর্তী গোপাল সায়েরের পাড়ে মুহুর্মুহু গর্জে উঠল কামান। ঢোল, কাঁসর, সানাইয়ের শব্দে সূচিত হল দেবীর আগমন। ১০২৯ বছরের প্রাচীন রীতি মেনে এভাবেই গোটা রাজ্যে পুজো শুরুর দু'সপ্তাহ আগেই বড় ঠাকুরানির মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে মল্লগড় বিষ্ণুপুরে মঙ্গলবার শুরু হয়ে গেল রাজ কুলদেবী মৃন্ময়ীর পুজো। এদিন সকালে ফৌজদার পরিবারের হাতে আঁকা বড় ঠাকুরানির পট নিয়ে রাজ পুরোহিতেরা হাজির হন রাজ দরবার

■ মঙ্গলবার সকালে তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে মন্দিরে এলেন বড় ঠাকুরানি।

লাগোয়া মাধব সায়েরে। সঙ্গে ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্যরাও। সেখানে এক প্রস্থ পুজোপাঠের মধ্য দিয়ে দেবীর মহাস্নান চলে। এরপর সেই পট নিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শোভাযাত্রা করে পুরোহিতেরা নিয়ে এলেন মৃন্ময়ী মন্দিরে। সেখানে বড় ঠাকুরানির প্রবেশ মুহূর্তে গোপাল সায়ের পাড় থেকে পরপর তিনটি তোপধ্বনি হল। এরপর বড় ঠাকুরানির পট রাখা হয় মন্দির চত্বরের একটি বেদিতে। সেখানে আরেক প্রস্থ পুজোপাঠের পর রাজ পরিবারের সদস্যারা দেবীকে বরণ করেন। এরপর পানপাতায় পা রেখে দেবী প্রবেশ করেন মূল মৃন্ময়ী মন্দিরে। মন্দিরে প্রবেশের সময় আরও তিনটি তোপধ্বনি হয়। মৃন্ময়ীর পুজো পদ্ধতিও সম্পূর্ণ আলাদা। মল্লরাজ পরিবারের স্বতন্ত্র বলীনারায়ণী পুঁথি অনুসারে এই পুজো হয়। প্রাচীন নিয়মে কৃষ্ণা নবমীতে মন্দিরে আসেন বড় ঠাকুরানি অর্থাৎ মহাকালী। এরপর মান চতুর্থীর দিন মন্দিরে আসবেন মেজ ঠাকুরানি অর্থাৎ মহাসরস্বতী এবং ষষ্ঠীর দিন আসবেন ছোট ঠাকুরানি অর্থাৎ মহালক্ষ্মী। অষ্টমী ও নবমীর মধ্যরাতে পুজো হবে খচ্চরবাহিনী বা মহামারীর। মহামারী থেকে প্রজাদের বাঁচাতেই এই পুজোর প্রচলন বলে শোনা যায়। অতীতে শাক্তমতে এই পুজো হত, হত নরবলিও। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের সান্নিধ্যে এসে রাজ পরিবার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর জীববলি বন্ধ হয়ে যায়। পরিবর্তে শব্দকে ব্রহ্ম জ্ঞান করে নির্ঘণ্ট অনুযায়ী তোপধ্বনি করা হয়। মল্লরা রাজত্ব হারালেও কুলদেবী মৃন্ময়ীর পুজোয় তার প্রভাব পড়েনি। ভাটা পড়েনি পুজোয় নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিষ্ণুপুরের মানুষের আবেগে।

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ডেবরার সভায় তৃণমূলে যোগদান

সংবাদদাতা, ডেবরা : বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের ওপর ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে ডেবরা কলেজ থেকে ডেবরা বাজার পর্যন্ত তৃণমূলের মিছিলে শতাধিক দলীয় কর্মী পা মেলান। ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি, ডেবরা ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদীপ কর-সহ অন্যরা। মিছিল শেষে ডেবরা ওভারব্রিজের নীচে আয়োজিত পথসভায় বিরোধী দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন ব্লক সভাপতি প্রদীপ কর।

ইসিএলের বিরুদ্ধে জমিদাতাদের বিক্ষোভ, পাশে দাঁড়াল তৃণমূল

সংবাদদাতা, লাউদোহা : মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঝাঁজরা এমআইসি কোলিয়ারির প্রধান গেট আটকে পরিবহন ও কনভেয়ার বেল্ট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় জমিদাতারা। জমিদাতা পবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রানা গোস্বামীদের দাবি, তাঁরা ২২ জন জমিদাতা ২০১৮ সালে ইসিএলকে জমি দেওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ৮ বছরেও জমির বিনিময়ে চাকরি হয়নি। বারবার কোলিয়ারির কর্তারা শুধু আশ্বাস দিয়েছেন। কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দুর্গাপুর ফরিদপুর তৃণমূল ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক, আইএনটিটিইউসি নেতা এবং কেকেএসসি-র এরিয়া সেক্রেটারি বিন্দু দেব জস। তাঁরা বলেন, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ বারবার জমিদাতাদের আশ্বাস দিয়েও কথা রাখেননি। জমিদাতারা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। আমরা সবসময় আন্দোলনকারীদের পক্ষে আছি এবং আগামী দিনেও থাকব। জমিদাতারা হুঁশিয়ারি দেন, শীঘ্রই জমির বিনিময়ে চাকরি না হলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। প্রয়োজনে আমরণ অনশনে বসবেন।

■ কোলিয়ারির গেটে বিক্ষোভ।

দেউলটি স্টেশন শরৎচন্দ্রের নামে করার দাবি 'স্বজন'-এর

সংবাদদাতা, হাওড়া : শরৎচন্দ্রের বাসস্থান পানিত্রাসের নিকটবর্তী রেল স্টেশন দেউলটির নাম শরৎচন্দ্রের নামে করার দাবিতে সরব হলেন 'স্বজন'- সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে রেলের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। ছিলেন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক-সহ একাধিক ব্যক্তি। স্বজন-সম্পাদক ও বাগনানের তৃণমূল নেতা চন্দ্রনাথ বসু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শরৎচন্দ্র স্মরণে অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মহান এই কথাশিল্পীর স্মরণে কিছুই করেনি। দেউলটি রেল স্টেশনটি শরৎচন্দ্রের নামে করার জন্য আমরা রেলের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন দিয়েছি। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবার কাজ না হলে আমরা রেল লাইনের ওপর বসে কবিতাপাঠ করে প্রতিবাদ জানাব। প্রসঙ্গত, হুগলির দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে ঢেলে সাজাতে ১ কোটি ৮২ লক্ষ বরাদ্দ করেছে রাজ্য। ইতিমধ্যে তাঁর হাওড়ার সামতাবেড়-পানিত্রাসের বাড়ির আমূল সংস্কার হয়েছে। এই হেরিটেজ বাড়িটি দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান। তাঁদের জন্য রাজ্যের তরফে রাস্তা, আলো, পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজের নামও শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ রাখা হয়েছে।

■ রেলের অফিসে ডেপুটেশনে স্বজন-এর সদস্যরা।

পুজোর আগেই বেতন-ভাতা-পেনশন

প্রতিবেদন : পুজোর আগে সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। অর্থ দফতরের তরফে মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, পুজোর জন্য সেপ্টেম্বর মাসের বেতন, পেনশন এবং আর্থিক সহায়তা অগ্রিম প্রদান করা হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি দফতর বন্ধ থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বরেই এ-মাসের বেতন, ভাতা, সম্মানী ও গ্রান্ট-ইন-এইড বেতন দেওয়া হবে। পেনশনভোগীরা সেপ্টেম্বরের পেনশন পাবেন ১ অক্টোবর। একইদিনে ব্যাঙ্কে জমা হবে জয় বাংলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা।

সন্তোষপুর স্টেশনে হঠাৎ আগুন

সংবাদদাতা, সন্তোষপুর: মঙ্গলবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সন্তোষপুর স্টেশন সংলগ্ন দোকানে বিধ্বংসী আগুন। মুহূর্তে আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। পুড়ে যায় আরও ১২টি দোকান। খবর পেয়ে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। পৌনে দশটা নাগাদ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় শিয়ালদহ-বজবজ এবং বজবজ-শিয়ালদহ দুই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। ক্ষয়-ক্ষতির কোনও পরিমাণ জানা যায়নি।

১০
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 September, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

শুরু টিউবওয়েল সংস্কার • হচ্ছে রাস্তা • খুশি ঝাড়গ্রামবাসী

‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কেবলমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, এটি বাংলার শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বলে দিচ্ছে— এই কর্মসূচি বাংলার ইতিহাসে এই যুগান্তকারী কর্মসূচি। ১ মাসে ১ কোটি। ক্যাম্প শুরু হওয়ার মাত্র একমাসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই স্বপ্নের প্রকল্প ১ কোটি মানুষকে ছুঁয়ে ফেলেছে। সাধারণ মানুষই বলছেন তাঁদের পাড়ায়-গ্রামে-অঞ্চলে-বুথে তাঁরা কী চান! কোনটা অগ্রাধিকার! সেইমতোই মিলছে সমাধান। শিবিরে সরকারি আধিকারিক -স্থানীয় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরা শুনছেন সাধারণের কথা। শিবিরের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন জাগোবাংলার ঝাড়গ্রামের প্রতিনিধি **দেবব্রত বাগ**

শিবির সংখ্যা: ৪০টিরও বেশি

স্থানীয়দের দাবি

পথবাতি, টিউওয়েল সংস্কার, রাস্তা

শুনছেন সমস্যা

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান
আপনার মতামত, আপনার প্রয়োজন, আপনার সিদ্ধা

সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, পুর-প্রশাসক, কো-অর্ডিনেটররা, পুর-আধিকারিকরা মন দিয়ে সেসব সমস্যা শুনেছেন। জেলাশাসক, জেলার মন্ত্রী, বিধায়করা আসছেন শিবিরে। আসছেন অবজারভাররাও। সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেছেন। সঙ্গে কিছু বড় কাজ থাকলে তা নির্দিষ্ট দফতরে আবেদন করা হচ্ছে। ঝাড়গ্রামের প্রত্যেকটি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি-সহ আধিকারিকরা।

সমাধান

গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অনুপ মাহাত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত, অঞ্চলের যুব সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধিরা শিবিরে উপস্থিত মানুষের কাছে সমস্যা জেনে একাধিক এলাকা ঘুরে দেখেন রাস্তা। টিউওয়েল সংস্কারের জন্য তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয় কাজ। বেশ কয়েকটি এলাকায় বসেছে পথবাতিও। হচ্ছে রাস্তা। শিবিরে জানাতেই সমস্যার সমাধান পেয়ে খুশি ঝাড়গ্রামের বাসিন্দার।

চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বাড়ির কলে হাত ধুতে গিয়ে টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ! গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার কিশোরের মৃত্যু হল হাসপাতালে। ডুয়ার্সের নাগরাকাটার ঘটনা। মৃতের নাম অস্মিত রায়। মঙ্গলবার রাতে বাড়ির কলে ধোয়ার সময় আচমকা হামলা করে চিতাবাঘ। খুবলে খায় কিশোরকে। তারপর ওই কিশোরের চিৎকারে সকলে ছুটে এলে পালিয়ে যায় চিতাবাঘটি। জখম অবস্থায় কিশোরকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে আসেন বনদফতরের কর্মীরা। চিতাবাঘটিকে ধরতে এলাকায় খাঁচা পাতা হয়েছে।

পুলিশের কড়া বিবৃতি

(প্রথম পাতার পর) কর্মী পরীক্ষার্থীকে নোয়া খুলে যেতে বলেন। কর্তৃপক্ষের নজরে এলে বিষয়টি মিটে যায় এবং নোয়া পরেই নিরাপদে পরীক্ষা দেন ওই পরীক্ষার্থী। এ প্রসঙ্গে পুলিশের বক্তব্য, সব ধর্মেরই আচরণবিধি সরকারের কাছে সমান সম্মানের। যারা বিভ্রান্তি ও উসকানি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবার কী বলবে সেইসব মিডিয়া যারা ফলাও করে মিথ্যা-প্রচার করেছিল? এই ঘটনায় যেভাবে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বদনাম করার চেষ্টা হয়েছে তার নিন্দা করেছেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি স্পষ্ট দাবি করেন, সারাক্ষণ অপপ্রচারের চেষ্টা চলছে। তার পরে পুলিশকে টুইট করে সবিস্তার জানিয়ে দিতে হবে আদতে কী হয়েছিল। প্রথমেই একটা কিছু রটানো। হাওয়ায় একপ্রস্থ অপপ্রচার হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল সেটা অন্য ঘটনা। কেন এই অপপ্রচার এই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি লেখেন, নোয়া খুলতে হবে জেনে ওই তরুণী প্রথমে জানিয়েছিলেন পরীক্ষা দেবেন না। পরীক্ষা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়েও যান তিনি। তবে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত বদল করে তিনি পরীক্ষা দেন। পাশাপাশি পরিকল্পনা মাফিক ভুল তথ্য প্রচার করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।

বেসরকারি হাসপাতালকে টেক্কা দেবে

(প্রথম পাতার পর)
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের নতুন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, যার নির্মাণব্যয় প্রায় ২৫.৭১ কোটি টাকা এবং লি রোডে ২৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সাততলা ছাত্রাবাস। রেডিওলজি বিভাগে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক ১২৮ স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন ও সম্পূর্ণ রোবোটিক সার্জিক্যাল সিস্টেম, যেগুলির ব্যয় যথাক্রমে ৭.৬৪ কোটি এবং ৭.৫০ কোটি টাকা। এছাড়া নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটের অপারেশন থিয়েটার সংস্কার, স্বাস্থ্য ভবনের নতুন অ্যানেক্স-১ যার ব্যয় ১৬ কোটি টাকা এবং ৩২.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ড্রাগ কন্ট্রোল অধিদফতরের আধুনিক ভবনও এদিন চালু হয়। বারুইপুর-সূর্যপুর ব্রিজেরও উদ্বোধন হয় এদিন।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নই সরকারের অগ্রাধিকার। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা যাতে আধুনিক, দ্রুত ও সুলভ হয়, সেই লক্ষ্যেই এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ব্রিকসের মনোনয়নে দেশের মধ্যে দুটি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন জায়গা পেয়েছে। যার মধ্যে একটি এসএসকেএম (আইপিজিএমআর)। যে-কারণে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এসএসকেএম-কে মুখ্যমন্ত্রী ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন তাদের নিজেদের বিবিধ কাজের জন্য।

তরুণী পর্যটককে পুরীতে গণধর্ষণ

(প্রথম পাতার পর)
গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে শনিবার। ট্রমা কাটিয়ে সোমবার রাতে ওই তরুণী থানায় জানান। তারপর দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বিজেপি রাজ্যে নারী-হেনস্থা চরমে পৌঁছেছে। ওড়িশায় পদ্ম সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছে। মাস তিনেক আগে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার গোপালপুর সমুদ্রসৈকত থেকে এক কলেজছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এবারও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। পুরীর পুলিশ সুপার প্রতীক সিং জানান, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকার কারণে শুরুতে ওই অপরাধের বিবরণ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তরুণী। তারপরে মহিলা পুলিশ আধিকারিকেরা তরুণীর সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই দুজনকে গ্রেফতার ও একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুর চড়াতে শুরু করেছেন বিরোধীরা। উত্তরপ্রদেশ হোক বা ওড়িশা, যেখানেই বিজেপি সরকার সেখানেই নারী-হেনস্থা চরমে উঠেছে। পুরীর ঘটনায় আবার তা প্রমাণিত।

বেশি করে সামনে আনতে হবে

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি।

(প্রথম পাতার পর) প্রচার ও মানুষের কাছে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে দুই সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকেই অভিষেক মহিলাদের আরও বেশি করে সামনের সারিতে আনতে বলেছেন।

বন্যপ্রাণীদের প্রজনন ঋতুর শেষে পর্যটকদের জন্য খুলে গেল উত্তরের জঙ্গলমহল। মঙ্গলবার সকাল থেকে তাই পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পর্যটকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে জঙ্গল সাফারির শুভারম্ভ করল বনদফতর।

আজব সিদ্ধান্ত যোগী সরকারের। কোনও পথকুকুর বিনা প্ররোচনায় যদি মানুষকে কামড়ায়, তবে সেই কুকুরকে ১০ দিন পশুকেন্দ্রে বন্দি রাখা হবে। ২ বার কামড়ালে আজীবন বন্দি থাকবে পশুকেন্দ্রে। দিল্লিতে পথকুকুর নিয়ে বিতর্কের পর উত্তরপ্রদেশে এই সিদ্ধান্তে স্তম্ভিত জনগণ।

নয়া আবগারি নীতির প্রস্তাব ● বয়সসীমা ২৫ থেকে কমিয়ে ২১

রাজস্বের লোভে তরুণদের মদ্যপানে উৎসাহ দিচ্ছে দিল্লির বিজেপি সরকার

নয়াদিল্লি: রাজস্বের লোভে উল্টো সুর বিজেপির! ক্ষমতায় এসে দিল্লিতে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো ছিনিমিনি খেলছে তারা। রাজধানীর গেরুয়া সরকারের প্রস্তাবিত নয়া আবগারি নীতিতে দিল্লির সব পানশালায় মদ্যপানের ন্যূনতম বয়স ২৫ থেকে কমিয়ে ২১ করার কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে তারা। অথচ দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ সরকারের নতুন আবগারী নীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছিল এই বিজেপি। কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ফায়দা লুটেছিল নির্বাচনে। জেলেও যেতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে এবং মনীশ সিসোদিয়া-সহ আপ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যকে। আর ক্ষমতায় আসার মাস সাতেকের মধ্যেই সেই রাজস্ববৃদ্ধির অজুহাতেই দিল্লির বিজেপি সরকারের নতুন আবগারী নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ। অদ্ভুত যুক্তি, বয়সসীমা ২৫ হওয়ায় অর্থাৎ ২৫ বছরের কমবয়সিদের এখন দিল্লির সব পানশালায় মদ্যপান

নিষিদ্ধ হওয়ায় দিল্লি সরকারের রাজস্বের নাকি ক্ষতি হচ্ছে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা। তাই রাজস্বের স্বার্থেই নয়া উদ্যোগ। স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে বিজেপি সরকারের দ্বিচারিতা নিয়ে।

প্রশ্ন উঠেছে, রাজস্ব চাই, নাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা চাই? বিজেপি পরিচালিত দিল্লি সরকার যে পথ ধরেছে, তাতে উত্তর স্পষ্ট। গেরুয়া সরকারের চোখে রাজস্বই সবার আগে। এতদিন পর্যন্ত রাজধানীতে মদ্যপানের বয়সসীমা ছিল ২৫ বছর। হঠাৎ তা নামিয়ে আনা হল ২১-এ। বিজেপি সরকারের দাবি, এতে কালোবাজারি বন্ধ হবে, বাড়বে রাজস্ব। অর্থাৎ রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে যদি তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাতেও আপত্তি নেই বিজেপির।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারের এই নীতি আসলে তরুণদের হাতে মদের বোতল তুলে দিয়ে বিপথে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, ২১ বছরের ছেলেমেয়েরা এখনও কলেজ পড়ুয়া। এই বয়সে হাতে মদের লাইসেন্স তুলে দেওয়া মানে তাদের জীবন ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া। বিরোধীদের অভিযোগ, একদিকে দিল্লি সরকার মদ বিক্রিতে ছাড় দিচ্ছে, অন্যদিকে প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর দুর্ঘটনা। এত প্রাণহানি, এত ক্ষতি সরকারের চোখে পড়ছে না? রাজস্বের লোভেই শুধু এই নীতি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানে গাফিলতি ঢাকতে রাজস্ববৃদ্ধির নামে বিজেপি সরকার কি এখন মদ বিক্রির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে?

ওয়াকফ আইনে সুপ্রিম-ধাক্কা

তথ্য দিয়ে মোদি সরকারকে এক হাত নিলেন ডেরেক

নয়াদিল্লি: ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে মোদি সরকার যেভাবে দেশের শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর কথায়, সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশের ঘটনাটি ছিল প্রতারণা মূলক, ফাঁকিবাজির একটি কৌশল। সংসদের একজন সাধারণ পর্যবেক্ষকও ব্যাখ্যা করতে পারেন যে এই বিল পাশ করাতে গিয়ে মোদি সরকার কীভাবে সংসদীয় রীতির অবমাননা এবং পরিহাস করেছে। কীভাবে এই পরিহাস করা হয়েছে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়ান জানিয়েছেন, বিলটিকে সংসদীয় যৌথ কমিটির কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল সংসদীয় অধিবেশনের শেষ দিনে। এর পরে যখন যৌথ কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়েছিল তখন বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিবাদ সম্বলিত ডিসেন্ট নোট মুছে ফেলা হয়েছিল হোয়াইটনার ব্যবহার করে। এটা কোনও রটনা নয়, চলতি বছরের সংসদীয় অধিবেশনেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে সংগঠিত বিরোধী শিবিরের সম্মিলিত প্রতিবাদের সামনে একটি সংশোধনী যুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে সংশোধিত নোটগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপরে গভীর রাতে সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করা হয়। রাজ্যসভায় মধ্যরাত নাগাদ এবং লোকসভায় ভোর রাতে।

তারপরে মণিপুর নিয়ে আলোচনা করা হয় ভোর তিনটের সময়ে। দেশের শীর্ষ আদালত ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা একাধিক মামলায় যে অন্তবর্তী রায়দান করেছে তাকে স্বাগত জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়ান বলেন, ওয়াকফ আইন কি দেশের সংবিধানের ১৪ ধারায় উল্লিখিত সমতার অধিকারকে লঙ্ঘন করে? এটি কি সংবিধানের ধারা ২৫ ও ২৬-এ বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে? এটি কি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য ধারার নির্দেশকে লঙ্ঘন করে? গোটা দেশ আশা করে অদূর ভবিষ্যতে দেশের শীর্ষ আদালত এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন নিয়েও প্রচারের রাজনীতি বিজেপির

নয়াদিল্লি: প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন নিয়েও প্রচারের রাজনীতি করছে বিজেপি। এই রাজনীতির অন্যতম অংশ প্রধানমন্ত্রী নিজেও। বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রীর এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে। আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। তার আগে মঙ্গলবার দেশের মহিলা ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের ঘোষণা করে 'বিরাট উপহার' দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনই দাবি জানানো হয়েছে বিজেপির তরফে। বিজেপির এই নোংরা রাজনীতি এবং দাবি উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দেশের করদাতাদের টাকায় কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘোষণা করা আদৌ উপহারের পর্যায়ে পড়ে না। এখানেই না থেমে সাকেতের দাবি, প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই কোনও উপহার দিতে চান, তাহলে তাঁর লুকোনো পিএম-কেয়ার ফান্ডের টাকা ব্যবহার করে উপহার দিন দেশবাসীকে।

যোগীরাজ্যে খুন নিট পরীক্ষার্থী

লখনউ : ফের প্রমাণিত যোগীরাজ্যে গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতা। এই নিট পরীক্ষার্থীর মুখে গুলি করে তাঁর উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়ে খুন করল গরু পাচারকারীরা। এখানেই শেষ নয় নিষ্ঠুরতা। মৃতদেহ তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে ফেলে দিল আততায়ীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দীপক গুপ্ত। সোমবার বিকেল ৩টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে গোরক্ষপুরে। এই ঘটনার পরেই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা গোরক্ষপুর-পিপরাইচ রোড অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান।

অনলাইন বেটিং অ্যাপ কী? অঙ্কুশের পর তালিকায় আরও

নয়াদিল্লি: এখনও স্পষ্ট নয় ইডির গতিপ্রকৃতি। কোন কোন বেটিং অ্যাপকে ঘিরে জটিলতা এবং ইডির সমন পাচ্ছেন তারকারা, সেটাও এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি বেটিং অ্যাপ। রামি আর ওয়ান এক্স বেট। রামি আপ রীতিমতো বিপাকে ফেলে দিয়েছে দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সিনেমা জগতের কুশীলবকে। আর দ্বিতীয়টির জন্য ইডির সমন পেয়েছেন ২ টলি-তারকা মিমি চক্রবর্তী এবং অঙ্কুশ হাজরা, প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা যুবরাজ সিং, শিখর ধবন, রবিন উথাপ্পা, সুরেশ রায়নার মতো সেলিব্রিটিরা। তালিকায় আছেন অভিনেতা সোনু সুদও। যুবরাজ, উথাপ্পা এবং সোনু সুদকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা আর্থিক দুর্নীতি আইনে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে হাজিরা দেন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। বেরিয়ে যান রাত ৮-২০তে। তবে বলিউড-স্টার উর্বশী রৌতেলা এদিন এড়িয়ে যান হাজিরা।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, এই ধরনের অ্যাপকে কেন্দ্র করা সমস্যাটা কোথায়? কেন এই জিজ্ঞাসাবাদ? আসলে ওয়ান এক্স বেট-সহ আরও বেশ কয়েকটি অ্যাপ মোদি সরকারের সিদ্ধান্তে অবৈধ। ওই ওয়ান এক্স অ্যাপের প্রচারেই অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রথম সারির সেলিব্রিটিরা, তারকারা। ইডির অভিযোগ অন্তত সেটাই। এখন ইডি জানতে চাইছে, ওয়ান এক্স বেটের সঙ্গে যুবরাজ, উথাপ্পা, সোনু সুদদের ঠিক কী চুক্তি হয়েছিল। লেনদেনই বা হয়েছিল কত। এই বেটিং অ্যাপের বিষয়েই সোমবার জানতে চাওয়া হয়েছিল প্রাক্তন সাংসদ অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর কাছে। মঙ্গলবার এই বিষয়েই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল অঙ্কুশের সামনে। লক্ষণীয়, বলিউড-স্টার উর্বশী রৌতেলা তো ওয়ান এক্স বেটে অ্যাপের ভারতীয় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের ভূমিকায় ছিলেন! ইডির সমন পেয়ে তাঁকে ইতিমধ্যেই একদফা হাজিরা দিতে হয়েছে গত অগাস্টেই।

কিন্তু ওয়ান এক্স বেটিং অ্যাপকে ঘিরে আপত্তিটা কোথায়? আসলে এটি অনলাইনে একটি জুয়া খেলার অ্যাপ। কী অভিযোগ এই অ্যাপের বিরুদ্ধে? কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ। শুধুমাত্র অসংখ্য মানুষ এবং বিনিয়োগকারীরাই যে তাদের মারাত্মক প্রতারণার শিকার হয়েছে তা নয়, বিশাল অঙ্কের করফাঁকিরও অভিযোগে বিদ্ধ এরা। এই অ্যাপেরই বিজ্ঞাপনী প্রচারে যেসব তারকা এবং সমাজমাধ্যম প্রভাবীরা অংশ নিয়েছেন, ইডির লক্ষ্য মূলত তাঁরাই। ইডির যুক্তি, এই অনিয়ম বা দুর্নীতির নৈতিক দায়িত্ব কখনওই এড়াতে পারেন না ওই সেলিব্রিটিরা। অ্যাপ কর্তৃপক্ষের দাবি, বিশ্বে বুকমেকার হিসেবে পরিচিত তাদের অ্যাপে হাজারখানেক প্রতিযোগিতামূলক খেলায় বেটিং লড়া যায় ৭০টি ভাষায়। একইভাবে রামি বেটিং অ্যাপেও বিজয় দেবরকোন্ডা, রানা দগগুবাতি, প্রকাশ রাজের মতো দক্ষিণী ফিল্মি স্টারদের জবাব তলব করেছে ইডি। সমন করা হয়েছে ক্রিকেটার হরভজন সিং এবং সুরেশ রায়নাকেও।

৬ বছর চাকরিতে কোটিপতি আমলা

গুয়াহাটি: বিজেপি শাসিত অসমে দুর্নীতি কীভাবে শেকড় বিছিয়েছে এক শ্রেণির সরকারি আধিকারিকের মধ্যেও তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। অসমে সিভিল সার্ভিস অফিসার নূপুর বরার বাড়ি থেকে উদ্ধার নগদ ৯২ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি টাকা উপর গয়না। গুয়াহাটি গোটানগরে একটি ফ্ল্যাট ছাড়া আরও ৪টি সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। ৬ বছরের চাকরিতে আয়বহির্ভূত এই বিশাল অঙ্কের উৎস জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই আমলাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নিজেদের সরকারের এই দুর্নীতি ঢাকতে পুরো ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রঙ দিতে চেষ্টা করছে অসমের বিজেপি সরকার।

ভারত-মার্কিন বৈঠক

নয়াদিল্লি : বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার পরে জানিয়েছে ভারত ও আমেরিকা। রুশ তেল আমদানির শাস্তি হিসাবে ভারতের রফতানি করা পণ্যের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর মঙ্গলবারই প্রথম দুই দেশের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছে উভয়পক্ষই

দেশ বিদেশ

17 September, 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাজা ভূখণ্ডের আরও ভিতরে প্রবেশ করল ইজরায়েলি বাহিনী। প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূল করতে এবার শহরের ভিতরে স্থলপথেও অভিযান শুরু করেছে আইডিএফ। এজন্য গাজা শহরের বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে দক্ষিণের দিকে সরে যেতে বলেছে তারা।

ভারী বর্ষণ, বন্যা ও ভূমিধস একাধিক রাজ্যে

নয়াদিল্লি : ভারতের একধিক রাজ্যে দুর্যোগে ব্যাহত জনজীবন। সোমবার রাতে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। এর ফলে মঙ্গলবার তামসা নদীর জলস্তর মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনায় পাঁচজন নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, একাধিক দোকান ভেসে গেছে এবং রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলস্তর বৃদ্ধির কারণে তপকেশ্বর মহাদেব মন্দিরও জলমগ্ন হয়ে পড়ে, যদিও মন্দিরের গর্ভগৃহের কোনো ক্ষতি হয়নি।

মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ দেরাদুনের আবহাওয়া দফতর এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এর দুর্যোগ সতর্কতা পোর্টালে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং তীব্র থেকে চরম তীব্র বৃষ্টির পূর্বাভাস সহ রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়। ভারতে চলমান বর্ষার প্রভাবে একাধিক রাজ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে, যার ফলে বন্যা, ভূমিধস এবং জলমগ্নতার ঘটনা ঘটছে। গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর এবং আরও অনেক রাজ্যে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হিমাচলপ্রদেশে পুনরায় ভারি বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, যার ফলে একাধিক জেলায় বন্যা এবং ভূমিধস হয়েছে। মান্ডি জেলার ধরমপুরে সাউলি খাদ নদী উপচে পড়ায় বাস ডিপো সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে যায়, যেখানে বহু গাড়ি ও দু'চাকার গাড়ি ভেসে যায়। কর্তৃপক্ষ রাতভর উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। সিমলায় একটি বিশাল ভূমিধসের ফলে কয়েকটি যানবাহন আটকে পড়ে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্যজুড়ে ভূমিধস ও বৃষ্টি-সম্পর্কিত দুর্ঘটনায় এপর্যন্ত ৪৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪১ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে কান্টা টোলি ফ্লাইওভারের নিচে জল জমে থাকার কারণে একটি এসইউভি গাড়ির ৩০ শতাংশেরও বেশি অংশ রাস্তায় দেবে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত চালককে উদ্ধার করলেও, যানটির ব্যাপক ক্ষতি হয়।সিকিমের পশ্চিম অংশের গায়গিন জেলায় একটি ভূমিধসের ফলে পাহাড়ের একটি অংশ ভেসে যায়, তবে অবকাঠামোগত ক্ষতি বা রাস্তা অবরোধের ঘটনা ঘটেনি। একই দিনে পশ্চিম সিকিমে পৃথক এক ভূমিধসে একজন এবং চারটি গরুর মৃত্যু হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় কোটরাঙ্কা-খাওয়াস রাস্তাটি গত ১৫ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। ভূমিধসের কারণে প্রায় সাতটি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি দোতলা বাড়ি ৫০ মিটার দূরে সরে গেছে। পুঞ্চের কালাবান গ্রামে প্রায় ৪০০ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মণিপুরেও বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইরিং এবং থৌবাল নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ইম্ফল পূর্ব এবং থৌবাল জেলার বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এতে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে আশ্রয় শিবিরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ইম্ফল পূর্ব ও থৌবালকে সংযোগকারী 'ইউনিটি ব্রিজ'টি ভেঙে যাওয়ায় ত্রাণ কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। দেশের অন্যান্য অংশেও ভারী বৃষ্টির কারণে দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। দিল্লি, মুম্বাই এবং হায়দরাবাদের মতো বড় শহরগুলিতেও ব্যাপক জলমগ্নতা দেখা গেছে। দিল্লিতে যমুনা নদীর জল একাধিকবার বিপদসীমা অতিক্রম করে, যা বন্যার আশঙ্কা তৈরি করে। মুম্বইয়ে জল জমে থাকার কারণে মনোরেল পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। হায়দরাবাদে ভারি বৃষ্টির কারণে রাস্তাগুলো সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং দুজন নিখোঁজ হন। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম চললেও বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ।

হড়পা বানে ভেসে মৃত ৮ শ্রমিক

■ মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। যে এলাকায় হড়পা বান এসেছিল সেখানেই খননের কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। জলের তোড়ে ভেসে যান ১০ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে ৪ মহিলা-সহ ৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের প্রেমনগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। শ্রমিকদের ভেসে যাওয়ার মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। উদ্ধারের কাতর আর্জি জানাতে দেখা যায় শ্রমিকদের।

বিভিন্ন রাজ্যের সব মামলা হাতে নিল সুপ্রিম কোর্ট

ধর্মান্তর আইন

প্রতিবেদন : দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে বিচারাধীন ধর্মান্তর সম্পর্কিত রাজ্য আইনগুলির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা সমস্ত পিটিশন নিজেদের কাছে স্থানান্তরিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদচন্দ্রনের বেঞ্চ এই রায় দেয়। আদালতে জানানো হয় যে, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড-সহ একাধিক রাজ্যে এমন আইন নিয়ে পিটিশন বিচারাধীন রয়েছে। এদিন সিনিয়র অ্যাডভোকেট ইন্দিরা জয়সিং আদালতে আবেদন করে বলেন, এই ধরনের অন্যান্য বিচারাধীন পিটিশনগুলি এখানে স্থানান্তরিত করা হোক। এটি সমস্ত আইনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হবে। মধ্যপ্রদেশের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কেএম নটরাজ এতে কোনও আপত্তি নেই বলে জানান। প্রধান বিচারপতি গাভাই সেই আবেদন মেনে নিয়ে বলেন, এই সংক্রান্ত সব পিটিশন এখানে পাঠানো হোক। শীর্ষ আদালত আরও জানায়, ছয় সপ্তাহ পর এই আইনগুলির কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে করা আবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে।

নিশ্চিহ্ন মাসুদের পরিবার এবার দাবি জইশ নেতার

প্রতিবেদন : পহেলগাঁও-কাণ্ডের বদলায় ভারতীয় সেনার অভিযানে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক সন্ত্রাসবাদী আস্তানা ধ্বংস। সেই অভিযানে খতম হয়েছে কুখ্যাত পাক জঙ্গির পরিবারের সদস্যরা। সম্প্রতি জইশ-ই-মহম্মদের এক কমান্ডার স্বীকার করেছেন যে এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর শীর্ষ কমান্ডার মাসুদ আজহারের পরিবার বাহাওয়ালপুরে ভারতীয় হামলায় 'ছিঁড়ে টুকরো টুকরো' হয়ে গেছে। ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে জইশ-ই-মহম্মদ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরিকে বলতে শোনা গিয়েছে কীভাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী তাদের গোপন আস্তানায় প্রবেশ করে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল।

পাকিস্তানের মাটিতে বসে জইসের ওই কমান্ডার কাশ্মীরি বলেন, সন্ত্রাসবাদকে আলিঙ্গন করে আমরা এই দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে দিল্লি, কাবুল এবং কান্দাহারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। সবকিছু উৎসর্গ করার পর গত ৭ মে বাহাওয়ালপুরে ভারতীয় বাহিনীর হাতে মৌলানা মাসুদ আজহারের পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন অসামরিক নাগরিক নিহত হন। এদের সিংহভাগই পর্যটক। এই ঘটনার পর জঙ্গিদের চারণভূমি পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে রাতভর সমন্বিত হামলা চালায়। এই হামলার লক্ষ্য ছিল জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার মূল অবকাঠামো। পাকিস্তান পরে স্বীকার করে যে হামলায় বাহাওয়ালপুর, কোটলি এবং মুরিদকে-সহ ন'টি স্থান আক্রান্ত হয়েছে। এইসব অঞ্চল চরমপন্থী কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বাহাওয়ালপুর, যা পাকিস্তানের দ্বাদশ বৃহত্তম শহর, সেটি জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। লাহোর থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই শহরেই জইশ-ই-মহম্মদের অপারেশনাল সদর দফতর রয়েছে, যা জামিয়া মসজিদ সুবহান আল্লাহ বা উসমান-ও-আলি ক্যাম্পাস নামে পরিচিত। এবার খোদ জইশের কমান্ডার স্বীকার করলেন, মাসুদ আজহারের গোটা পরিবার নিশ্চিহ্ন।

সহিংসতার জেরে ৫ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে ফেরত পাঠাচ্ছে ভারত

শিলচর : বিদেশে পড়তে এসে সহিংসতায় যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও হিংসায় যুক্ত থাকার অভিযোগে তাই ৫ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ভারত সরকার। এই শিক্ষার্থীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অসমের শিলচর শহরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এনআইটি) পড়াশোনা করতেন। শিলচর এনআইটি ক্যাম্পাস সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যেই সংঘাতে জড়ান। সেই সংঘাতে ব্যাপক সহিংসতা চালান অভিযুক্ত ৫ শিক্ষার্থী। রড, ছুরি ও স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে তারা চতুর্থ ও শেষ বর্ষের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সেই হামলায় শেষবর্ষের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হন। এর মধ্যে অন্তত দুজনের অবস্থা গুরুতর। আহত শিক্ষার্থীদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে (এসএমসিএইচ) ভর্তি করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হামলা করার সময় ৫ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী মদ্যপ অবস্থায় ছিল। এনআইটি শিলচর ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ওই ৫ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে দুই সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়। গত সপ্তাহে তাদের ক্যাম্পাসের হস্টেল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বহিষ্কারের এই এক বছর যেন তারা যাতে ভারতে অবস্থান করতে না পারেন, সেজন্য তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগীদের প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত— যেমন পোল্ট্রি, মাছ, ডিম, বাদাম, ডাল এবং ফল ও সবজি। মানসিক চাপ, উচ্চ সোডিয়াম যুক্ত খাবার, অ্যালকোহল, ধূমপান বর্জনীয়

সিকল সেল অ্যানিমিয়া

সেপ্টেম্বর মাস হল সিকল সেল সচেতনতা মাস। এখনও অনেকে এটাই জানেন না যে, তাঁদের শরীরে সিকল সেল-এর বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কারণ এই রোগের উপসর্গ চট করে ধরা পড়ে না। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সতর্কতা জরুরি কারণ স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যেই যদি এই অসুখ থাকে তাহলে সন্তানের সম্ভাবনা ২৫%। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

অনেকের কাছেই নামটা যেমন খুব অচেনা, রোগটিও এতদিন তাই ছিল। কিন্তু পরিসংখ্যান অনুযায়ী জিনবাহিত এই রোগের বাহক এই দেশে ২ লক্ষের ওপর। রোগে আক্রান্ত-সংখ্যা প্রায় ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষ। ফলে না জেনে থাকার উপায় রইল না।
সিকল সেল অ্যানিমিয়া রক্তের এক ধরনের রোগ। পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে যে ধরনের হিমোগ্লোবিন থাকে, এই রোগে আক্রান্তের শরীরে তা থাকে না। এই অ্যানিমিয়া যেহেতু জিনবাহিত, তাই কে এই রোগে আক্রান্ত হবেন বা কে হবেন না তা বলা সম্ভব নয়।

কী এই সিকল সেল অসুখ

সিকল সেল ডিজিজ হল থ্যালাসেমিয়া ও হিমোফিলিয়ার মতো জিনবাহিত একটি অসুখ। বংশপরম্পরায় এই রোগ বাহিত হতে পারে। এই অসুখে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়, ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। তাই 'সিকল সেল ডিজিজ'কে 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া'ও বলা হয়। এই রোগের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট কারণে রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যায়।

কেন হয়

আমাদের লোহিত রক্তকণিকার আকার গোল হয়। কিন্তু সিকল সেল ডিজিজ হলে হিমোগ্লোবিনের আকার বিকৃত হয়। হিমোগ্লোবিনকে বলা হয় মেটালোপ্রোটিন যা শরীরের কোষে কোষে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যায়। সহজে যদি বলি, বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণের পর এটা প্রথমে ফুসফুসে যায়। সেই ফুসফুস থেকে অক্সিজেন প্রতিটি টিস্যুতে, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বয়ে নিয়ে যায় হিমোগ্লোবিন। শুধু তাই নয়, এই হিমোগ্লোবিনই অক্সিজেনের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিনিময় করে। অর্থাৎ, ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শরীরে পাঠায় আর শরীর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে ফুসফুসে পাঠায়। ফুসফুস সেই বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে আমাদের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কাজেই হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। আবার এই হিমোগ্লোবিনের জন্যেই রক্ত ঘন এবং লাল হয়। সিকল সেল অ্যানিমিয়া হলে রক্তে হিমোগ্লোবিন নষ্ট হতে শুরু করে অর্থাৎ লোহিত রক্তকণিকার গঠন বিকৃত হয়ে ভেঙে যায় এবং হিমোগ্লোবিন প্রোটিনের পরিমাণও কমতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লোহিত রক্ত কণিকাগুলির এমন বিকৃতির কারণ হল হিমোগ্লোবিন-এস। এর একটি অংশ আঠালো হয়ে যাওয়ার কারণে পাশাপাশি অনেক হিমোগ্লোবিন জুড়ে গিয়ে দড়ির মতো জট পাকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আর সেটাকে দেখতে অনেকটা 'Sickle' বা কাস্তের বা অর্ধচন্দ্রের মতো হয়।

কাদের হয়

পেডিয়াট্রি সিকল সেল অ্যানিমিয়া উপসর্গ ধরা দেয় সাধারণত শিশুর এক বছর বয়সের পর থেকে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ৪ মাসের শিশুদের মধ্যেও এই রোগ দেখা দেয় তবে তার কারণ হল হয়তো দেখা যাবে সেই শিশুটির বাবা এবং মা-এর যে কোনও একজনের মধ্যে এই রোগ রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় বাবা বা মায়ের সিকল সেল অ্যানিমিয়া নেই তাও জন্মের পরে শিশুর মধ্যে এই রোগ এসেছে আবার এমনও হতে পারে যে, বাবা এবং মায়ের মধ্যে কেউ একজন এই রোগের বাহক, হয়তো রেশিও খুব বেশি নয়, মৃদু অ্যানিমিয়া রয়েছে, অথচ সন্তানের মধ্যে পুরোদস্তুর রোগের প্রকোপ রয়েছে। এই রোগের নানা অজানা, জিনগত কারণ থাকলেও একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল অপুষ্টি। বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে। তাই আদিবাসী এলাকা, পশ্চাদপদ শ্রেণির মানুষের মধ্যে এই রোগ বেশি।

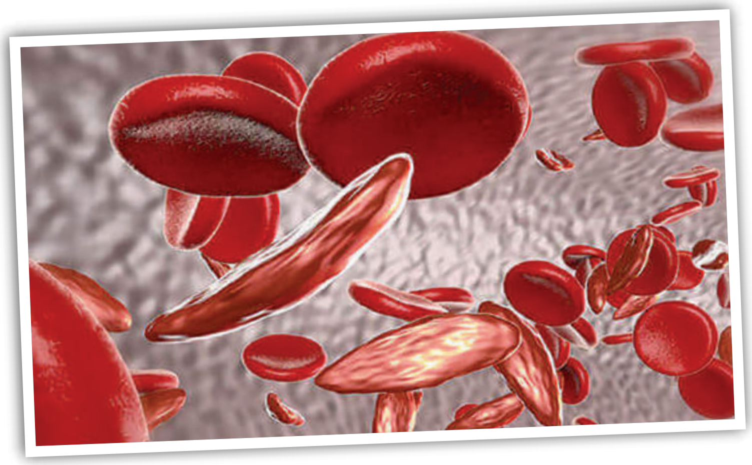

উপসর্গ

- হাত এবং পায়ের আঙুলে ফোলাভাব। শরীরে অক্সিজেন পৌঁছয় না ফলে প্রচণ্ড ক্লান্তি।
- বুক, পেট, হাড়ে, অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট।
- ত্বক হলদেটে ভাব, চোখ, মুখে হলদেটে ভাব।
- ঘন ঘন সংক্রমণ।
- ঘন ঘন জ্বর আসা।
- রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া।
- চোখের সমস্যা।
- হার্টবিট বাড়া-কমা বা অনিয়ন্ত্রিত হৃদস্পন্দন।
- মস্তিষ্কে রক্তনালি বন্ধ হয়ে স্ট্রোকের সম্ভাবনা।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সিকল সেল অ্যানিমিয়া এমন একটি বিরল রোগ যা থেকে আরও নানা রোগের জন্ম হয়। প্লীহা শুকিয়ে যেতে পারে, বুকে ব্যথা হতে পারে, স্ট্রোক, অ্যাকিউট চেস্ট সিনড্রোম, অন্ধত্ব, গলব্লাডারে স্টোন, পায়ের আলসার, থ্রম্বোসিস বা রক্ত জমাট বাঁধা, গর্ভকালীন নানা জটিলতা আসতে পারে। তাই এর চিকিৎসা জরুরি। তার আগে দরকার ঠিকমতো ডায়গনোসিস। এক্ষেত্রে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, সেরাম বিলিরুবিন, ইউরিন অ্যানালিসিস, প্লেটলেট কাউন্ট এছাড়া রয়েছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট।

চিকিৎসা

অ্যান্টিবায়োটিক দেন চিকিৎসক রোগের মাত্রা বুঝে। স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন করা যেতে পারে, অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনে রোগের ট্রিটমেন্ট হতে পারে, ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার মাত্রা বাড়িয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। নিয়মিত চোখের পরীক্ষা দরকার। প্রচুর জল খেতে বলা হয় রোগীকে। এর পাশাপাশি সঠিক ডায়েট জরুরি। এই রোগের সবরকম থেরাপিই খুব জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ।

মাঠে ময়দানে

মেয়েদের ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকার শীর্ষে ফিরলেন স্মৃতি মান্ধানা

ক্যারিবিয়ান দল ঘোষণা

■ **বার্বাডোজ :** ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজের দল ঘোষণা করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রোস্টন চেজের নেতৃত্বাধীন ১৫ জনের দলে নতুন মুখ অলরাউন্ডার খারি পিয়ের। ফিরিয়ে আনা হয়েছে দুই অভিজ্ঞ তেজনারায়ণ চন্দ্রপল ও অ্যালিক অ্যাথানাজকে। তবে বাদ পড়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ক্রেগ ব্রেথওয়েট। প্রসঙ্গত, ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২ অক্টোবর। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ১০ অক্টোবর। দলের সহ অধিনায়ক জোমেল ওয়ারিকান।

কনস্টাস ১০৯

■ **লখনউ :** অনবদ্য সেঞ্চুরি স্যাম কনস্টাসের। জোড়া হাফ সেঞ্চুরি ক্যাম্পবেল কেলাওয়ে এবং কুপার কনোলির। বেসরকারি টেস্টের প্রথম দিনেই ভারত 'এ' দলের বিরুদ্ধে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া এ। মঙ্গলবার দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৩৭ রান তুলেছে অস্ট্রেলীয়রা। কনস্টাস আউট হন ১০৯ রান করে। ক্যাম্পবেল প্যাভিলিয়নে ফেরেন ৮৮ রান করেন। এরপর কুপার ৭০ রান করে আউট হলেও, স্কট ৪৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ভারতীয় এ দলের স্পিনার হর্ষ দুবে তিন উইকেট নিয়েছেন।

যুবিকে তলব

■ **নয়াদিল্লি :** সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ানের পর এবার যুবরাজ সিং। আরেক প্রাক্তন ক্রিকেট তারকার বিরুদ্ধে বেটিং অ্যাপে প্রচারে যুক্ত থাকার অভিযোগ। যুবরাজকে ডেকে পাঠাল ইডি। অন্যদিকে, আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পার বিরুদ্ধে। তাঁকেও তলব করেছে ইডি। আগামী সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দিতে হবে যুবরাজ ও উথাপ্পাকে।

জয়ী ভারত

■ **কলম্বো :** ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বড় জয় ভারতের। মঙ্গলবার মালদ্বীপকে ৬-০ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে ভারতীয় দল। জোড়া গোল গাংতের। একটি করে গোল হৃষীকেশ, ডুঙ্গেল, গুনলেইবা ও আজিম পারভেজের। ভারতের পরের ম্যাচ ভুটানের সঙ্গে। গ্রুপের বাকি দল পাকিস্তান।

শুরুতেই হার মোহনবাগানের

মোহনবাগান ০ আহাল ১ (আনায়েভ)

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

ম্যাচের আগের দিন আহাল এফকে-র কোচ বলেছিলেন, মোহনবাগানের খেলার ভিডিও বিশ্লেষণ করে নিজেদের পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। কলকাতা থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফেরার প্রচ্ছন্ন হুঙ্কার ছিল। সেটা যে ফাঁকা আওয়াজ ছিল না, ছন্নছাড়া মোহনবাগানকে ১-০ গোলে হারিয়ে যুবভারতী থেকে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে বুঝিয়ে দিল তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব। তাদের জয়সূচক গোলটি করেন এনভের আনায়েভ, যিনি গত বছর তুর্কমেনি ক্লাব আর্কাদাগের হয়ে এই যুবভারতীতেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলে গিয়েছিলেন।

আহালকে নিয়ে মোহনবাগানের পরিকল্পনা বোঝা গেল না। বিপক্ষ দলে কোনও বিদেশি খেলে না।

মোহনবাগান শুরুতে তিন ও পরে পাঁচ বিদেশি খেলিয়ে, ঘরের মাঠে দর্শক-সমর্থন নিয়েও জিততে এসিএল শুরু করতে পারল না। গ্রুপে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরুতেই ঘরের মাঠে হেরে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার রাস্তা কঠিন করে ফেলল মোহনবাগান। যেখানে তারা এশীয় মঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছিল!

■ বিষণ্ণ টম, আলবার্তোরা। উচ্ছ্বাস আহালের। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যাচের শুরুতে কোচ জোসে মোলিনার প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তিন বিদেশি জেসন কামিন্স, টম অলড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজকে নিয়ে শুরু করেছিলেন স্প্যানিশ বস। বাকি তিন বিদেশি বেঞ্চে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে জেমি ম্যাকলারেন, রবসন রোবিনহো নামার পরেও বোঝা গেল, এই মোহনবাগান এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার জন্য তৈরিই নয়! ফুটবলারদের ফিটনেসে ঘাটতি। আহাল টিমটা সে-দেশের প্রিমিয়ার লিগে ১৬টা ম্যাচ খেলে ফেলেছে। মোহনবাগান ম্যাচের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে শিবির করে এসেছে। সেখানে ডুরান্ডের পর পুরো টিম নিয়ে মোহনবাগানের প্রস্তুতি সাকুল্যে সপ্তাহ দুয়েকের। ম্যাচ প্র্যাকটিসেরও অভাব। মাঠে ৫০-৫০ পরিস্থিতিতে বল জিতে নিলেন আহালের ফুটবলাররা। গতি, উচ্চতা, শারীরিক সক্ষমতায় টেক্কা দিলেন তাঁরা। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা গুছিয়ে খেলার চেষ্টা করলেও ম্যাকলারেন, কামিন্স, সাহালের সহজ সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল।

প্রথমার্ধে মোহনবাগানের কোনও সিটারই ছিল না। বরং আহাল গোল করে এগিয়ে যেতে পারত। মিরজোয়েভ সুলেমানের শট পোস্টে লেগে ফেরে। কামিন্স শুরুতে সিঙ্গল স্ট্রাইকারে কার্যকরী হতে পারেননি। মোলিনা দ্বিতীয়ার্ধে কিয়ান নাসিরিকে তুলে আক্রমণভাগে ম্যাকলারেনকে জুড়ে দেন কামিন্সের সঙ্গে। টাংরির জায়গায় আসেন অনিরুদ্ধ থাপা। কিছু পরে লেফট উইংয়ে রবসন আসেন লিস্টনের পরিবর্তে। ডিফেন্সে অভিষেক সিংয়ের জায়গায় শুভাশিস বোস। সুযোগ তৈরি হল। কামিন্সের মাইনাস থেকে ফাঁকায় বল গোলকিপারের গায়ে মারেন জেমি। রবসনের গোলের ঠিকানা লেখা সেন্টার থেকে সহজ সুযোগ হেলায় হারান সাহাল। গোল মিস করেন কামিন্স, আলবার্তোরাও। মরিয়া আহাল ৮৩ মিনিটে যুবভারতীর হাজার তিরিশেক মোহন জনতাকে স্তব্ধ করে গোল করে এগিয়ে যায়। বাকি সময়ে গোলশোধ করতে পারেনি মোলিনার দল। গোলে বিশাল কাইথ গোটা দুয়েক নিশ্চিত গোল বাঁচান। শেষ বাঁশি বাজার পর সবুজ ঘাসে মুখ ঢাকেন সাহাল, থাপারা। কোচ মোলিনার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সমর্থকেরা। কোচের উদ্দেশে গ্যালারি থেকে উঠল 'গো ব্যাক' স্লোগানও। মোলিনা বললেন, জিততে প্রশ্ন উঠত না। আমি ছেলেদের খেলায় গর্বিত।

এগোলেন সিন্ধু, বিদায় আয়ুষের

■ **শেনজেন :** চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন অভিযান জয় দিয়ে শুরু করলেন পিভি সিন্ধু। মঙ্গলবার মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে ডেনমার্কের জুলি জ্যাকবসেনকে ২১-৪, ২১-১০ সরাসরি গেমে উড়িয়ে দেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। আগাগোড়া দাপটের সঙ্গে খেলে মাত্র ২৭ মিনিটেই ম্যাচ পকেটে পুরে নেন সিন্ধু। পরের রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ডের পর্নপাউই চোটুওং। তবে ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার আয়ুষ শেঠি। ষষ্ঠ বাছাই চিনা তাইপের চউ তিয়েন চেনের বিরুদ্ধে লড়াই করেও, ১৯-২১, ২১-১২, ১৬-২১ গেমে হেরে যান আয়ুষ। এদিকে, মিক্সড ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন ভারতীয় জুটি রোহন কাপুর ও ঋত্বিকা শিবানী গাড্ডে। জাপানি জুটি ইউচি শিমোগামি ও সায়াকা হোবারার কাছে ১৭-২১, ১১-২১ গেমে হেরে যান রোহন-ঋত্বিকা জুটি।

করমর্দন-উত্তাপের আবহে নীরজ বনাম নাদিমে চোখ

টোকিও, ১৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে করমর্দন বিতর্কের আবহেই টোকিওতে নীরজ চোপড়া ও আর্শাদ নাদিমের দ্বৈরথে নজর ক্রীড়াপ্রেমীদের। টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বুধবার ট্র্যাকে নামছেন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের অলিম্পিক পদকজয়ী জ্যাভলিন তারকা। তবে আজ যোগ্যতা অর্জন পর্বে মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে না নীরজ ও নাদিমের। কারণ, দুই তারকাই যোগ্যতা অর্জন পর্বে রয়েছেন আলাদা গ্রুপে। ফলে বৃহস্পতিবার জ্যাভলিন ফাইনালেই নীরজ-নাদিম দ্বৈরথের অপেক্ষায় ভক্তরা। তার আগে যোগ্যতা অর্জন পর্বের বাধা পেরোতে হবে দু'জনকে।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা এশিয়া কাপ ম্যাচের পর পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাননি। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজ-নাদিম দ্বৈরথে ছবিটা কী হবে? নীরজ কি হাত মেলাবেন 'বন্ধু' নাদিমের সঙ্গে? নাকি এড়িয়ে যাবেন! সমাজমাধ্যমে ভক্তদের নানা কৌতূহল।

গত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিনে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। পিছিয়ে থেকে রুপো পেয়েছিলেন নাদিম। গত বছর প্যারিস অলিম্পিকে আবার ৯১ মিটারের দানবীয় থ্রোয়ে নীরজকে টপকে সোনা জিতেছিলেন পাক জ্যাভলিন তারকা। প্যারিসের পর আর দু'জনের সাক্ষাৎ হয়নি। এই মরশুমে নীরজের বিরুদ্ধে কোনও ইভেন্টে দেখা যায়নি নাদিমকে। তাই ভারত-পাক তারকার দ্বৈরথ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স মিটের প্রধান আকর্ষণ হতে যাচ্ছে। ফাইনাল নিশ্চিত করতে যোগ্যতা অর্জন পর্বে নীরজের সঙ্গে নামছেন ভারতের আরও তিন তরুণ জ্যাভলিন থ্রোয়ার রোহিত যাদব, শচীন যাদব ও যশবীর সিং। নীরজের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু হচ্ছে বুধবার ভারতীয় সময় দুপুর ৩টে ৪০ মিনিটে। একই দিনে যোগ্যতা অর্জন পর্বে নামছেন নাদিমও। চোট সারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে নাদিমের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার পরীক্ষা তাঁর।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নীরজের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জার হতে যাচ্ছেন জুলিয়ান ওয়েবার। জার্মান তারকা চলতি মরশুমে বারবার নীরজের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। চলতি মরশুমে বার দুয়েক ৯০ মিটারের উপর জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন। ব্রাজিলের লুইস মরিসিও গত মাসেই ৯১ মিটারের ব্যক্তিগত সেরা থ্রো করেছেন। তাই সোনা জিতে বিশ্বসেরার খেতাব ধরে রাখার লড়াই সহজ হবে না নীরজের কাছে।

সিরিজ বাঁচানোর পরীক্ষা হরমনদের

মুল্লানপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিনটি ওয়ান ডে খেলছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। প্রথম ম্যাচে অ্যালিসা হিলিদের কাছে ৮ উইকেটে হেরে ০-১ পিছিয়ে উইমেন্স ইন ব্লু। সিরিজ বাঁচানোর পরীক্ষায় বুধবার নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরেই দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে হরমনপ্রীতরা।

■ নেটে প্রস্তুতি হরমনপ্রীতের।

প্রথম ম্যাচে ২৮১ রান করেও হারতে হয়েছে হরমনদের। আবারও সেই খারাপ ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিতে হয়েছে দলকে। অস্ট্রেলীয় ব্যাটারদের চারটি ক্যাচ ফেলেছে ভারত। স্পিনাররাও দাগ করতে পারেননি। এই সুবিধা নিয়েই তিনশোর কাছাকাছি রান তাড়া করে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। হরমনপ্রীতরা জানেন, ডব্লুপিএল খেলার কারণে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে যথেষ্ট সড়গড়। এই সিরিজ হিলি, এলিসা পেরিদের জন্যও বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল। চলতি মাসের শেষেই ভারতের মাটিতে শুরু হচ্ছে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক শ্রীলঙ্কাও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

17 September, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

ওর কাজ উইকেট নেওয়া, রান করা নয়। শাহিন আফ্রিদিকে তোপ শ্বশুর শাহিদ আফ্রিদির

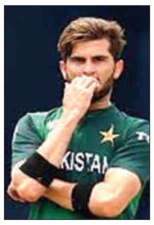

চূড়ান্ত টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সি স্পনসর

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুরনো স্পনসর সরে যাওয়ার ২১ দিনের মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সি স্পনসর চূড়ান্ত হয়ে গেল। মঙ্গলবার ভারতীয় বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই খবর ঘোষণা করে দেওয়া হয়। ফলে সূর্যকুমার যাদবদের জার্সিতে এখন থেকে দেখা যাবে অ্যাপেলো টায়ার্সের লোগো। নামী এই টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন অনলাইন গেমিং বিল পাশ হওয়ার পর পুরনো স্পনসর ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে বিসিসিআই। ফলে এশিয়া কাপে জার্সিতে কোনও স্পনসরের লোগো ছাড়াই খেলছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে নতুন স্পনসরের খোঁজ চলছিল। বোর্ড সূত্রের খবর, নামী এই টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থা প্রতি ম্যাচের জন্য বোর্ডকে সাড়ে চার কোটি টাকা করে দেবে। আগের স্পনসরের কাছ থেকে বোর্ড পেত ম্যাচপিছু চার কোটি টাকা করে। তবে ২০২৮ সালের মার্চ পর্যন্ত চুক্তি হলেও, কবে থেকে জাতীয় দলের জার্সিতে নতুন স্পনসরের লোগো দেখা যাবে, তা এখনও অজানা। এশিয়া কাপের মাঝপথে জার্সিতে নতুন লোগো লাগানো কার্যত অসম্ভব। সব কিছু ঠিক থাকলে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা মেয়েদের একদিনের বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত কৌরদের জার্সিতে দেখা যেতে পারে নতুন স্পনসরের লোগো। জানা গিয়েছে, বেশ কিছু নামী সংস্থা টিম ইন্ডিয়ার জার্সি স্পনসর হওয়ার জন্য বোর্ডের কাছে দরপত্র জমা দিয়েছিল। সবাইকে টপকে বাজিমাত করল এই নামী টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থা। চুক্তির সময়সীমায় ভারতীয় ক্রিকেট দল সব মিলিয়ে মোট ১৩০টি ম্যাচ খেলবে। ফলে নতুন স্পনসরের কাছ থেকে মোট ৫৭৯ টাকা আয় করবে বিসিসিআই। ২ সেপ্টেম্বর থেকে বোর্ড দরপত্র গ্রহণ শুরু করেছিল। মঙ্গলবারই ছিল দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। আর এদিনেই নতুন স্পনসরের নাম জানিয়ে দেওয়া হল।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে পাল্টা বোর্ডের

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : হ্যান্ডশেক বিতর্কে অবশেষে মুখ খুলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। রবিবার এশিয়া কাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সলমন আঘাদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদবরা। যা নিয়ে জলঘোলা করে চলেছে পাক বোর্ড। সেই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পর পাল্টা জবাব দিয়েছে বিসিসিআই।

সরকারিভাবে বোর্ডের তরফ থেকে কোনও বিবৃতি না এলেও, সংবাদ সংস্থাকে এক বিসিসিআই আধিকারিক জানিয়েছেন, সূর্যরা যা করেছে, তা পুরোপুরি সঠিক। বোর্ড ক্রিকেটারদের পাশেই রয়েছে। খেলা শেষে প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতেই হবে, এটা মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। ক্রিকেট বইয়ের কোথাও এটা লেখা নেই। তাহলে পাকিস্তান কীসের ভিত্তিতে এত চিৎকার করছে?

ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, নিয়মই যদি না থাকে, তাহলে সূর্যকুমাররা একদম ঠিক কাজ করেছে। যে-দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত খারাপ। যে-দেশ সব সময় আমাদের ক্ষতি চেয়েছে, তাদের সঙ্গে কীসের সৌজন্য! টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী ভারত ম্যাচটা খেলেছে। ওই পর্যন্তই। তার থেকে বেশি সম্মান দেখানো হবে না।

এদিকে, শালীনতার মাত্রা ছাড়ালেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার মহম্মদ ইউসুফ। লাইভ টিভি শোতে সূর্যকুমার যাদবকে শুয়োর বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি! হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইউসুফ বলেন, ভারত যেভাবে জিতেছে তাতে ওদের লজ্জিত হওয়া উচিত। আম্পায়ারকে ব্যবহার করে, ম্যাচ রেফারিকে দিয়ে পাকিস্তানকে নির্যাতন করেছে। এরপর ইউসুফ সূর্যকে শুয়োরকুমার বলে সম্বোধন করেন। সঞ্চালক বারবার তাঁকে সূর্য নাম মনে করিয়ে দিলেও, ইউসুফ অনড় ছিলেন। প্রাক্তন পাক তারকার এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

লাইভ টিভিতে সূর্যকে শুয়োর বলে কটাক্ষ ইউসুফের

সূর্যদের পাশেই রয়েছে বিসিসিআই

একদিনের বিশ্রাম কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকেই ফের প্র্যাকটিসে নেমে পড়লেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। টানা দু'টি জয়ের পর সূর্যকুমারদের সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত। শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ এখন নিছকই নিয়মরক্ষার। তাই বলে ফোকাস হারাতে রাজি নয় ভারতীয় শিবির। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই ওমানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। মাঠের বাইরের বিতর্ক নিয়েও বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছেন না ক্রিকেটাররা। কোচ গৌতম গম্ভীর ইতিমধ্যেই স্পষ্ট বার্তা দিয়ে রেখেছেন, শুধু ক্রিকেট ফোকাস করার।যেহেতু এশিয়া কাপে সব ম্যাচই ভারত সন্ধ্যাবেলায় খেলছে। তাই মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিস করেন সূর্যরা।

রুদ্ধশ্বাস জয় বাংলাদেশের

হাফ সেঞ্চুরির পথে তানজিদ।

আবু ধাবি, ১৬ সেপ্টেম্বর : হারলেই বিদায়! এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিল বাংলাদেশ। একই সঙ্গে এশিয়া কাপে সুপার ফোরের আশাও বাঁচিয়ে রাখল। অন্যদিকে, ৮ রানে ম্যাচ হেরে চাপে আফগানরা। যা পরিস্থিতি, তাতে শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হারলেই ছিটকে যাবে আফগানিস্তান। জিতলে নেট রানরেটের উপর নির্ভর করতে হবে। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। জবাবে ২০ ওভারে ১৪৬ রানে অলআউট হয়ে যায় আফগানিস্তান। বাংলাদেশের লড়াই করার মতো রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান ও সাইফ হাসান। ৩১ বলে ৫২ রান করেন তানজিদ। ২৮ বলে ৩০ করেন সাইফ। এছাড়া ২০ বলে ২৬ করেন তৌহিদ হৃদয়। দুই আফগান স্পিনার রশিদ খান ও নুর আহমেদ দুটি করে উইকেট নেন।

ম্যাচ রেফারি বদলের দাবি ওড়াল আইসিসি

চাপে পড়ে আমিরশাহি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের দাবি মানল না আইসিসি। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হ্যান্ডশেক বিতর্কের পর, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকে টুর্নামেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল পাক বোর্ড। সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, পাইক্রফ্টকে সরানো হচ্ছে না।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের পর সলমন আঘার সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদব। এই ঘটনায় পাইক্রফ্টকে নিশানা করে পাক বোর্ড অভিযোগ জানিয়েছিল, ম্যাচ রেফারি আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। এশিয়া কাপ থেকে অবিলম্বে ওঁকে সরিয়ে দিতে হবে। নইলে বুধবার আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তান।

পাইক্রফ্টের বিরুদ্ধে পিসিবির অভিযোগ, তিনি টসের সময় দুই অধিনায়ক আঘা ও সূর্যকে হাত না মেলোনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কটের হুমকি উপেক্ষা করে আইসিসির পাইক্রফ্টকেই বহাল রেখেছে। এর ফলে প্রবল চাপের মুখে পড়েছিল পাক শিবির। আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেললে, সুপার ফোরের রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে শাহিন আফ্রিদিদের। ফলে বাধ্য হয়েই আমিরশাহি ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে তারা। নইলে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে যাবেন শাহিনরা। চাপে পড়ে আমিরশাহি ম্যাচ বয়কটের পথ থেকে সরে দাঁড়ালেও, মঙ্গলবার প্রথাগত সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করেছে পাকিস্তান। এক পিসিবি কর্তা বলেছেন, মাঠে না নামলে আমরা আইসিসির

কড়া শাস্তির মুখে পড়ব। তাই বাধ্য হয়েই আমরা আমিরশাহি ম্যাচ খেলছি।

এদিকে, এই বিতর্কের আবহে জানা গিয়েছে, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফ্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের তরফ থেকে। সেই নির্দেশ মেনেই তিনি দুই অধিনায়ককে একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলাতে নিষেধ করেছিলেন! মজার ব্যাপার, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি একই সঙ্গে এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলেরও প্রধান।

আইসিসি সূত্রের দাবি, এই বিতর্কে আইসিসির কোনও ভূমিকা নেই। আইসিসির দায়িত্ব ম্যাচ রেফারির নাম চূড়ান্ত করা। এরপর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে কী করতে হবে। ম্যাচ রেফারি সেই নির্দেশ মেনেই কাজ করেছেন। যদি পাইক্রফ্ট টসের সময় দু'দলের অধিনায়ককে হাত মেলাতে নিষেধ করে থাকেন, তাহলে সেই নির্দেশ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। মাঠের মধ্যে ভারতের কাছে লজ্জাজনক হারের পর এবার মাঠের বাইরেও কাঠগড়ায় পাক ক্রিকেট কর্তারাই!

বাউন্সি পিচে মহড়া রোহিতের

বেঙ্গালুরু, ১৫ সেপ্টেম্বর : সূর্যকুমার যাদবরা যখন এশিয়া কাপ খেলতে ব্যস্ত। তখন সবার অলক্ষ্যে অন্য একটি সিরিজের প্রস্তুতিতে মগ্ন রোহিত শর্মা। সাদা বলের সিরিজ খেলতে অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারত। রোহিত একদিনের সিরিজে খেলবেন। তাই বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে প্রস্তুতি সারছেন তিনি। সূত্রের খবর, আগামী একটা সপ্তাহ এখানেই প্র্যাকটিস করবেন রোহিত।

অস্ট্রেলিয়ার পিচে বাউন্স বেশি থাকে। তাই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বাউন্সি পিচেই ব্যাটিং প্র্যাকটিস সারছেন রোহিত।

রোহিতের ক্লাসে সরফরাজ। বেঙ্গালুরুতে

২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে চান। তবে রোহিতের সেই লক্ষ্য আদৌ পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও আপাতত সব ভুলে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন ডানহাতি মুম্বইকর। ওজনও অনেকটা কমিয়ে ফেলেছেন গত কয়েক মাসে। রোহিতের সঙ্গে এই মুহূর্তে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন সরফরাজ খানও। যিনি টেস্ট দলে ফেরার লড়াই চালাচ্ছেন। মঙ্গলবার নেটে রোহিতকে দেখা গিয়েছে সরফরাজকে ব্যাটিং টিপস দিতে। বাধ্য ছাত্রের মতোই রোহিত স্যারের ক্লাস করছেন সরফরাজও।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

বিশেষ কলাম
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হবে মহালয়ায়

আজই হকারবন্ধুকে বলে রাখুন